CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 March, 2021 ■ আগরতলা, ১৭ মার্চ ২০২১ ইং ■ ৩ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা তিন

ত্রিপুরায় ২৫ বছরের বাম দুর্গ ভেঙে তছনছ করা সম্ভব হয়েছে

কেরালায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আনা অসম্ভব নয় ঃ বিপ্লব দেব

ত্রিবান্দ্রম, ১৬ মার্চ (হি.স.) : ত্রিপুরায় ২৫ বছরের বাম দুর্গ ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে বিজেপি। ফলে, কেরালায় তা সম্ভব হবে না এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। আজ মঙ্গলবার কেরালায় নির্বাচনি প্রচারে এসে ত্রিবান্দ্রমে সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথে এ-কথা বলেন ত্রিপুরায় বিজেপি-র জয়ে অন্যতম কাণ্ডারী তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে সিপিএম ও কংগ্রেসকে লক্ষ্য করে তাঁর কটাক্ষ, বঙ্গে দোস্তি অথচ কেরালায় কুস্তি, জনগণ সবই বুঝেন।

তিনি বলেন, পাঁচ বছর অন্তর কেরালায় ইউডিএফ এবং এলডিএফ সরকার গঠন করছে। তাতে, কংগ্রেসের বিকল্প সিপিএম এবং সিপিএম-এর বিকল্প হিসেবে কংগ্রেসকে মানুষ বেছে নিচ্ছেন। কিন্তু ত্রিপুরায় জনগণ সিপিএম-এর বিকল্প হিসেবে কংগ্রেসকে বেছে নেননি। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। ২৫ বছরের বামফ্রন্ট সরকারকে এক লহমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন ত্রিপুরাবাসী।

বিপ্লবের দাবি, ত্রিপুরায় মানুষ সিপিএম-এর রাজত্বে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। অপশাসন, দুর্নীতি এবং স্বজন-পোষণ মানুষের শ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে গিয়েছিল। তাই, বিজেপি-কে ত্রিপুরাবাসী বেছে নিয়েছেন। তার সুফল তাঁরা ইতিমধ্যেই পেতে শুরু করেছেন। তিনি বলেন, কেরালায় কোনও উন্নয়ন হয়নি। অথচ, এই রাজ্যের চারদিকে ঘেরা রয়েছে সমুদ্র, সমুদ্রবন্দর, খনি, খনিজ পদার্থ এবং বন-জঙ্গল। তার সিকিভাগ ত্রিপুরায় উপলব্ধ হলে রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছে যাওয়া কেউ আটকাতে পারত না। তাঁর দাবি, হাজারো সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ত্রিপুরা গত তিন বছরে কেরালা থেকে অনেক বেশি উন্নতি করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী দেবের কথায়, বামপন্থী মানসিকতার জন্যই কেরালা উন্নয়নে পিছিয়ে রয়েছে। ত্রিপুরা-ও একইভাবে পিছিয়ে ছিল, বামেদের নিশানা করে বলেন তিনি। বিপ্লবের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি বাংলাদেশের সাথে সংযোগ স্থাপনে মৈত্রী সেতুর উদ্বোধন করেছেন। তাতে, চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব মাত্র ৭০ কিমি হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বৃদ্ধি দর ছিল ১১.৪১ শতাংশ, সেই তুলনায় কেরালায় মাত্র ১১.২১ শতাংশ। সাথে তিনি যোগ করেন, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ত্রিপুরায় সিএজিআর ছিল ১৬.৩ শতাংশ, কেরালায় মাত্র ৬.১৯ শতাংশ। লঘু, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ত্রিপুরায় বৃদ্ধি ১৪.০২ শতাংশ। অথচ কেরালায় বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৯.৭৩ শতাংশ। এদিন শিক্ষা ক্ষেত্রে ত্রিপুরার প্রগতি নিয়ে তিনি বলেন, এখন ত্রিপুরায় ছাত্র-শিক্ষক আনুপাতিক হার ১৫:১, কিন্তু কেরালায় সেই হার ২৮:১। এদিন তিনি নয়া শিক্ষা নীতি লাগু না করায় কেরালা সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্দুক উঁচিয়ে মহিলার জমি জবর দখল দুস্কৃতিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার দুরাই শ্যামবাড়ী এডিসি ভিলেজের স্বামীহারা অসহায় এক উপজাতি মহিলার জমি জবর দখল করেছে স্থানীয় কতিপয় দুস্কৃতিকারী।ন্যায় বিচার চেয়ে প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও বিচার পাচ্ছে না অসহায় মহিলা।স্বামীহারা অসহায় মহিলার পাট্টা পাওয়া জমি সহ বেশ কিছু পরিমাণ জমি বন্দুক দেখিয়ে জবর দখল করেছে এলাকারই দুষ্কৃতকারীরা।

থানার দুয়ারে বার বার নাম ধাম দিয়ে লিখিত অভিযোগ করলেও আজ পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি। মুঙকরই দেববর্মার (৫৭) পরিবার। ঘটনা কমলপুর থানার দুরাই শ্যামরাই ছড়া এডিসি ভিলেজে।দুরাই শ্যামরাই ছড়া এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা মুঙকুরই দেববর্মা। স্বামী মৃত রসি কুমার দেববর্মা। এই অসহায় মহিলা ২০১৬ ইং সালে তৎকালীন সরকার থেকে জমির পাট্টা পায়। এই জমির উপর নির্ভর করে চলছিল অসহায় মহিলা মুঙকরই দেববর্মার পরিবার। কয়েক বছর যেতে না যেতেই ভিলেজের সুবিনয় দেববর্মা, অনুপ কুমার দেববর্মা সহ বেশ কয়েকজন ওই মহিলার পাট্টা পাওয়া জমি সহ আরো কয়েক কানি টিলা জমি দখল করে নেয়। কিছু টিলার জমির নিচে সুবিনয় দেববর্মা,অনুপ কুমার দেববর্মা সহ আরো কয়েকজন ফিশারি বাঁধ তৈরি করে ফেলেছে।

অসহায় মহিলা ও তার আত্মীয়-স্বজন বাধা দিতে গেলে তাদেরকে বন্দুক দিয়ে গুলি করে হত্যা করার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এব্যাপারে অসহায় মহিলা কমলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানানোর পরও থানা বাবুরা কুলুপ এঁটে বসে আছে বলে অভিযোগ জানায় অসহায় মহিলা। অসহায় মহিলা ও তার আত্মীয়-স্বজন অভিযোগ জানান, টিলা জমির পাত্তা পাওয়া সরকারি কাগজপত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গর্বের হাসি

আমাদের টিকা আমাদের গৌরব।। দক্ষিণ জেলার বাইখোরায় এক প্রবীণ নাগরিককে টিকা প্রদান করেন আশাকর্মী এবং কমিউনিটি হেলথ্ অফিসার।

মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীকে শ্লীলতাহানি, উত্তেজনা মনুভ্যালীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েকে শ্লীলতাহানীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরের মনুভ্যালী গ্রাম পঞ্চায়েতের ইডলি এলাকার তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবতীর শ্লীলতাহানীর ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায় যে, কৈলাসহরের মনুভ্যালী গ্রাম পঞ্চায়েতের ইডলি এলাকার দিনমজুর বাবার একমাত্র কুড়ি বছরের মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ের সাথে এই ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষিতার দিনমজুর বাবা মংগলবার দুপুরে কৈলাসহরের মহিলা থানায় এসে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের জানায় যে, প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালেও তিনি কাজের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

মাও অন্যের বাড়িতে কাজে চলে যাওয়ায় কুড়ি বছরের মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েটি নিজ বাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেকরই চৌমুহনীতে ভুয়া ডাক্তারের চেম্বার বন্ধ করে দিল স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন প্রতাপগড় এর টেকরই চৌমুহনীতে ভুয়া ডাক্তারের চেম্বার বন্ধ করে দিল স্বাস্থ্য দপ্তর। তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বেআইনিভাবে ফার্মেসি খোলে ওষুধ বিক্রি এবং ডাক্তার সেজে চিকিৎসা করার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। একাংশের অতি মুনাফালোভী লোকজন এই চক্রে জড়িত।

ভুয়া ডাক্তার সেজে গর্ভপাত করানো সহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে তারা। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন প্রতাপগড় এর টেকরই চৌমুহনীতে বেআইনিভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া তাকে ফার্মেসি বন্ধ করে দিয়েছেন পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, গোবর্ধন আচার্জী নামে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে ফার্মেসি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এলাকায় স্বপন ডাক্তার হিসেবে পরিচিত। তিনি ফার্মেসির পেছনেই দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন। অভিযোগ তিনি সেখানে অঘোষিত ভাবে গর্ভপাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যৌথ বাহিনীর অভিযানে দুই লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার

আগরতলা, ১৬ মার্চ (হি.স.)।। ত্রিপুরা পুলিশ ও বিএসএফ-এর যৌথ অভিযানে বেআইনি কফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। এয়ারপোর্ট থানাধীন পশ্চিম নারায়ণপুর বিওপি এলাকায় ৬৪০ বোতল কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী। তবে, বেআইনি কফ সিরাপ মজুতদার পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

এনসিসি এসডিপিও প্রিয়ামাধুরী মজুমদার জানান, এয়ারপোর্ট থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা পশ্চিম নারায়ণপুর এলাকার দুটি বাড়িতে সোমবার গভীর রাতে তল্লাশি চালান। তাঁদের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল বেশ কিছু পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী পাচারের উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে দুটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কোনও কিছু পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার ভোরে দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দেখে পুলিশ ও বিএসএফ জওয়ানরা তাদের আটক করার চেষ্টা করেন। তখন তারা পালিয়ে যায়।

তাদেরকে আটক করা না গেলেও এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে চারটি কার্টুন থেকে ৬৪০ বোতল এসকাপ কফ সিরাপ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, জানান তিনি। যার বাজারমূল্য ২ লক্ষ টাকা, বলেন এসডিপিও প্রিয়ামাধুরী।

আঠারভোলায় মোটর স্ট্যান্ড চালু না হওয়ায় ক্ষুব্ধ জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার আঠোরভোলায় মোটর স্ট্যান্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরও সেটি চালু না করায় এলাকার জনগণ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। উদয়পুর মহকুমার আঠোরভোলা এলাকার জনগণের দাবি অতিসত্বর মোটর স্ট্যান্ড সহ সরকারি টিআরটিসি বাস চালু করতে হবে।

দীর্ঘ সাত বছর ধরে টিলাভূমি সমতল করে আঠোরভোলাতে মোটর স্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।কোন এক অজ্ঞাত কারণে স্ট্যান্ড চালু করা হচ্ছে না। মোটর স্ট্যান্ড টি চালু না হবার ফলে রাস্তার দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠানামা করছে বিভিন্ন যানবাহন ও অটো গুলি। একটা সময় সরকারি টিআরটিসি বাস এই এলাকায় চলাচল করত।তখন এলাকায় জনগনের যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা ছিল। এলাকাটি কৃষি প্রধান।

বিআরটিসি সহ অন্যান্য যানবাহন চলাচল করায় কৃষি জাত ফসল নিয়ে উদয়পুর শহরে বিক্রি করতে সুবিধা হত। ভাড়াও কম লাগত।দীর্ঘ কয়েক বছরে ধরে সরকারি টি আর টি সি বাস সহ বড় গাড়ি চলাচল নেই। এলাকার জনগণকে যাতায়াতের জন্য ছোট গাড়ি ও অটোর ওপর বর্তমানে নির্ভর করে থাকতে হয়। তাতে কৃষি সামগ্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বিষপানে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অভিমানে প্রেমিকার বিষ পানে আত্মহত্যা।ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভাৰ দেবীপুর রাজাটিলা এলাকায়।কমলা সাগরের দেবীপুর রাজা টিলা এলাকায় বি এড পড়ুয়াছাত্রী ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রেমিকার বাড়ির পক্ষ থেকে মধুপুর থানায় লিখিত ভাবে প্রেমিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত তিন বছর পূর্বে কমলাসাগর দেবীপুর রাজাটিলা এলাকার দিলীপ দাসেৰ কন্যা মামন দাস লেখা পড়ার সুবাদে বি এড করার জন্য কলকাতা চলে যায়। সেখানে গিয়ে মেলাঘর কেমতলী লেডামুৰা এলাকার দীপক দাসের সাথে পরিচয় হয়। পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। একটা সময় দুই বাড়ির পক্ষ থেকেই তা মেনে নেয়।দুই বাড়ির পক্ষ থেকে জানায় তাদের লেখাপড়া শেষ হলেই সামাজিকভাবে বিয়ে দেয়া হবে।

কিন্তু তারই মধ্যে প্রেমিক দীপক দাস তার প্রেমিকা মামন দাসেৰ সাথে বিভিন্নভাবে গত কয়েক মাস যাবত প্রতারণা এবং বিশ্রী ব্যবহার করতে থাকে। মামন দাসকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে কুৎসা রটাতে শুরু করে। প্রেমিকা মামন দাস তা সহ্য করতে না পেরে গত রবিবার সকাল বেলা নিজ বাড়িতে দেবীপুর রাজাটিলা এলাকায় ছাদের উপরে বিষপান করে। বাড়ির লোকজন তাকে প্রথমে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় জিবিপিতে রেফার করা হয়।

শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকার তাকে আইএলএস হাসপাতাল রেফার করা হয়। দীর্ঘ ৪৮ ঘন্টা মৃত্যুর সাথে লড়াই করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে মঙ্গলবার।। মৃতদেহ দেবীপুর রাজাটিলা এলাকায় নিয়ে আসতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রেমিক দীপক দাসেৰ বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে মধুপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামুন দাশের মৃত্যু নিয়ে ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বিশালগড়ে ধৃত রোহিঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ মার্চ।। সোমবার গভীর রাতে বিশালগড় এসডিপিও অফিসের সামনে থেকে বিশালগড় থানার পুলিশ গ্রেফতার করে বাংলাদেশ থেকে বেআইনি ভাবে প্রবেশকারী এক রোহিঙ্গা। তার নাম সোনা মিয়া। বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায়। বিশালগড় থানার কাছে গোপন খবর আসে সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে আগরতলা আসছে এক রোহিঙ্গা।এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় থানার পুলিশ বিশালগড় এসডিপিও অফিসের সামনে নাকা চেকিং এ বসে। একটি মারুতি গাড়ি করে ঐ রোহিঙ্গা। এরপর তাকে আটক করা হয়।পরবর্তী সময়ে তাকে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসলে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর মঙ্গলবার তাকে বিশালগড় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জাতীয় কৃমিনাশক দিবস ঃ রাজ্যে দ্বাদশ রাউন্ডের পর্ব শুরু

আগরতলা, ১৬ মার্চ (হি.স.)।। ত্রিপুরায় আজ থেকে জাতীয় কৃমিনাশক দিবস দ্বাদশ রাউন্ডের পর্ব শুরু হয়েছে। চলবে ২২ মার্চ পর্যন্ত। সমস্ত কোভিড-১৯ সুরক্ষাবিধি মেনে ১ থেকে ৫ বছর বয়সের অনথিভুক্ত এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু এবং ৬ থেকে ১৯ বছর বয়সের বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর কিশোরীদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হবে। পাশাপাশি ৬ থেকে ১৯ বছর বয়সের বিদ্যালয়-পড়ুয়া এবং বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর কিশোরীদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াবেন। জাতীয় কৃমিনাশক দিবস দ্বাদশ রাউন্ডে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা শিশু ও কিশোর কিশোরীর মোট সংখ্যা ১২ লক্ষ ১৯ হাজার। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য-সচিব আজ মঙ্গলবার এ-কথা জানিয়েছেন।

তিনি জানান, ২০২০ সালে কোভিড-১৯ অতিমারির সময় রাজ্যের স্কুল, কলেজ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ থাকায় সাধারণ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জাতীয় কৃমিনাশক দিবস ২০২০-এর আগস্ট রাউন্ড বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তাই রাজ্য সরকার আটটি জেলায় কোভিড- ১৯ সুরক্ষা বিধি অনুসরণ করে প্রথমসারির কর্মীদের দ্বারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সম্প্রদায়ভিত্তিক জাতীয় কৃমিনাশক দিবস কর্মসূচি সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সদস্য-সচিব বলেন, বর্তমানে স্কুল খোলার সঙ্গে সঙ্গে কোভিড-১৯ সুরক্ষা বিধি এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বল্প উপস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার জাতীয় কৃমিনাশক দিবস ২০২১ মার্চ রাউন্ডের জন্য একটা মিশ্র পন্থা অবলম্বন করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়বাসি যুদ্ধ করতে পারে, আপস করতে জানে না ঃ সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ মার্চ।। ভারতীয় জনতা পার্টি বিশালগড় মন্ডল এর উদ্যোগে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডে বাইপাস রোডে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের প্রতিষ্ঠার তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশালগড় মন্ডলের কর্তৃক উন্নয়নের বার্তা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য, বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব, জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ ও বিশালগড় মন্ডল প্রভারি অমল দেবনাথ, আইনজীবী নিতাই শীল। বিশালগড় বাইপাস রোডে কানায় কানায় ছিল বিজেপি কার্যকর্তারা। জনসভায় ভাষণ রাখতে গিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ তুলে ধরেন। তিন বছরে কি কাজ হয়েছে সে সমস্ত বিষয়গুলি তিনি জনগণের সামনে তুলে ধরেন। বিশালগড়বাসি যুদ্ধ করতে পারে আপস করতে জানেনা। প্রত্যেক নাগরিক জানেন দিল্লি থেকে কত টাকা এসেছে কিন্তু বিগত সরকারের আমলে তা শুনা যায়নি। তার জন্যই আমাদের সরকার। কৃষকদের জন্য কিসান নিধি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ৬০০০ টাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভাবতেও পারেনি জন জাতিদের পাহাড়ের উন্নতি বিপ্লব দেব এর নেতৃত্বে আঠারোটি একলব্য বিদ্যালয়, সিপাহীজলা জেলায় নবোদয় স্কুল। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে ১২ ঘন্টায় বাংলাদেশ দিয়ে কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দিল্লি থেকে আগরতলা সরাসরি বিমান। মানিক সরকার শুধু বলেন রেগা রেগা। আগামী ৬ এপ্রিল আইপিএফটি সরকারের অধীনে নির্বাচনে প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান রাখেন তিনি।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা পার্টি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে উন্নয়নের বার্তা নিয়ে বিশালগড় মন্ডল এর উদ্যোগে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলকে কখনওই বেসরকারি করা হবে না ঃ পীযুষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.)।। ভারতীয় রেলকে কখনওই বেসরকারি করা হবে না। লোকসভায় দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল। যদিও, রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, রেলে বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো উচিত, কারণ বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে পরিষেবার উন্নতি হবে। মঙ্গলবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল বলেছেন, 'ভারতীয় রেলকে কখনওই বেসরকারি করা হবে না। ভারতীয় রেল প্রতিটি ভারতবাসীর সম্পদ এবং তেমনই থাকবে।'

পীযুষ গোয়েল আরও বলেছেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে রেলকে বেসরকারিকরণের অভিযোগ তোলা হচ্ছে, কেউ তো কখনও বলেন না রাস্তায় শুধুমাত্র সরকারি গাড়িই চলা উচিত, এমনটা বলেন না কারণ প্রাইভেট এবং সরকারি উভয় বাহনই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহায়তা করে। রেলে বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো উচিত, কারণ বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে পরিষেবার উন্নতি হবে। পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টর একসঙ্গে কাজ করলেই আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং দেশ প্রগতির দিকে আরও অগ্রসর হবে।'

ভারতীয় রেলে কী কী কাজ হয়েছে সে প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বলেছেন, 'প্রায় ১০০০ রেল স্টেশন এবং ৪০০ রেলওয়ে বিল্ডিংয়ে সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের প্রথম দেশ হবে যেখানে "নেট জিরো রেলওয়ে" হয়ে উঠবে।' রেলমন্ত্রী আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৫৬ ◘১৭ মার্চ ২০২১ ইং ◘৩ চৈত্র◘ বুধবার ◘১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ব্যাঙ্ক শিল্পে সংকট

করোনা অতিমারিজনিত অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলায় মোদী সরকারের 'আত্মনির্ভর প্যাকেজ' ঘোষণার সময়ই অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণের নতুন নীতি আনিতে চলিতেছে সরকার। ফেব্রুয়ারির কেন্দ্রীয় বাজেটে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশিত সেই নীতিতে প্রতিরক্ষা, পরমাণু শক্তি, ব্যাঙ্ক, বিমা এবং অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা, বিদ্যুৎ, পেট্রোপণ্য, কয়লা-সহ বিভিন্ন খনিজ, পরিবহণ, টেলিকম ইত্যাদি ক্ষেত্রকে 'স্ট্র্যাটেজিক' হিসেবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই কয়েকটি ক্ষেত্রে যৎসামান্য কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রাখিয়া বাকি সব সরকারি সংস্থাকে বিলগ্নীকরণ এবং 'স্ট্র্যাটেজিক সেল' মারফত বেচিয়া দিতে চাইছে। কেন্দ্রের নীতি অনুযায়ী স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্রেও তিন বা চারটের বেশি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থাকিবে না।বর্তমানে সব থেকে বেশি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা আছে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে, সব মিলিয়ে ১২টি। অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, এর মধ্যে যে কোনও দু'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক আগামী অর্থবর্ষেই বিক্রি হইবে। এই বাবদ সরকারের এক লক্ষ কোটি টাকা আয় হইবে বলে কেন্দ্রীয় বাজেটের হিসেবেও ধরা হইয়াছে। এর বিরুদ্ধেই দুই দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট পালন করিয়াছে ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং অফিসারদের ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ, ইউএফবিইউ।রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ কতটা যুক্তিসম্মত? ভারতে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাই বা কি? ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অন কারেন্সি অ্যান্ড ফাইনান্স (বিশেষ সংখ্যা, চতুর্থ খণ্ড, ২০০৬-০৮) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, স্বাধীনতার সময় ভারতে কোনও সরকারি ব্যাঙ্ক ছিল না; ছিল ৬৩৮টি প্রাইভেট ব্যাঙ্ক আর ৩৯৫টি সমবায় ব্যাঙ্ক। স্বাধীনতার পর প্রথম আট বছরে সব মিলাইয়া ৩৬১টি ব্যাঙ্ক ফেল করে, যাহার ফলে বহু আমানতকারী সর্বস্বান্ত হন। এর পর ১৯৫৫ সালে সর্ববৃহৎ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র জাতীয়করণ করিয়া হয় ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক।

বড় পুঁজিপতিদের মালিকানায় বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি সম্পদ কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়া ব্যাঙ্ক চালাইত নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে। গ্রামাঞ্চলের কৃষক, শহরের ছোট ব্যবসায়ী বা মধ্যবিত্তদের ঋণ দেওয়ায় এই ব্যাঙ্কগুলির ছিল প্রবল অনীহা। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৯, এই ১৭ বছরে সারা দেশে ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা চার হাজার থেকে বাড়িয়া হয় মাত্র আট হাজার। এর পর ১৯৬৯ সালে ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ১৯৭৫-এর মধ্যে দশ হাজারের বেশি নতুন ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ খোলা হয়, যার বড় অংশই ছিল গ্রামীণ শাখা। ১৯৮০-তে আরও ৬টি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার ফলে ১৯৯০ সালের মধ্যে সারা দেশে ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা পৌঁছে যায় ৫৯ হাজারের বেশি, যার মধ্যে ৩৪ হাজারের বেশি গ্রামীণ শাখা। সবুজ বিপ্লব, খাদ্যশস্য উৎপাদনে আত্মনির্ভরতা অর্জন বা শিল্প-পরিকাঠামো নির্মাণ, দেশে আমজনতার স্বার্থে যতটুকু উন্নয়ন তাহার অনেকটাই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের হাত ধরিয়াই।১৯৯০-এর দশক থেকে অনেকগুলি নতুন বেসরকারি ব্যাঙ্ক খুলিলেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে কিন্তু কোনও সরকারই বিক্রি করিয়া দিতে পারেনি। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরোধিতা তো ছিলই, পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের মধ্যে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে জনমত ছিল প্রবল। ২০০৭-০৮ অর্থবর্ষে বিশ্ব জুড়িয়া যে আর্থিক সঙ্কট আসে, তাহির মূলে ছিল বিভিন্ন বহুজাতিক বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক বাজারে ফাটকাবাজি এবং রিয়্যাল এস্টেট ব্যবসায় ঋণ নিয়ে বেপরোয়া কারসাজি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আধিপত্যের কারণে এই ধরনের বল্গাহীন, ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ থেকে ভারতের অর্থব্যবস্থা অনেকটাই মুক্ত। গত তিন দশকে ভারতে যতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল করিয়াছে, প্রত্যেকটাই বেসরকারি।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি অবশ্যই সমস্যার ঊর্ধ্বে নয়। আধুনিক যুগের গ্রাহকদের প্রত্যাশার অনুরূপ পরিষেবা তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই দিতে পারে না। তদুপরি বৃহৎ শিল্পে ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ঋণখেলাপ এবং জালিয়াতির প্রবণতা গত এক দশকে অনেকটাই ফুলিয়া সাফিয়া উঠিয়াছে। এর ফলে জমিয়াছে পাহাড়প্রমাণ অনাদায়ি ঋণের বোঝা। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি দুর্বল হইয়াছে, কমিয়া গিয়াছে ঋণ এবং আমানত বৃদ্ধির হার।

অর্থাৎ, ভারতের বড় ব্যবসায়ীরা মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকা ধার নিয়ে আর ফেরত দিচ্ছেন না। শুধু বিজয় মাল্য, নীরব মোদীদের মতো জালিয়াতিতে অভিযুক্ত হয়ে বিদেশে চম্পট দেওয়ারাই নয়, ঋণখেলাপিদের তালিকায় আছেন দেশের সবচেয়ে বড়লোক শিল্পপতিরা। এহেন অনাচারকেই 'রিস্কলেস ক্যাপিটালিজম' বা ঝুঁকিহীন পুঁজিবাদ আখ্যা দিয়েছিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক প্রাক্তন গভর্নর।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৯-২০, এই ৬ বছরে নতুন অনুৎপাদক সম্পদ বেড়েছে প্রায় ১৮ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে উদ্ধার হয়েছে মাত্র ৫.৭১ লক্ষ কোটি টাকা। আর ৬.৭৮ লক্ষ কোটি টাকার অনাদায়ি বা মন্দ ঋণ 'রাইট অফ' করে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ব্যাঙ্কের হিসেবের খাতা থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। ভাল পরিমাণ অপারেটিং প্রফিট থাকা সত্ত্বেও, মন্দ ঋণ 'রাইট অফ' করতে গিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির গত পাঁচ বছরে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে।

ব্যাঙ্কিংব্যবস্থার বর্তমান সঙ্কটের নেপথ্যে আছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির, বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহের বর্ধমান অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ। এর থেকে বাহির হইবার একটাই পথ; ঋণখেলাপি বড় ব্যবসায়ীদের থেকে অনাদায়ি ঋণ দ্রুত আদায় করার ব্যবস্থা করা। এর জন্য প্রয়োজন আর্থিক আইন এবং বিচারব্যবস্থার সংস্কার, সর্বোপরি রাজনৈতিক সদিচ্ছা। সেই পথে না হাটিয়াা সরকার যে ভাবে এই ঋণখেলাপি ব্যবসায়ী শ্রেণির কাছেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বিক্রি করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, সেটা ব্যর্থতার একটা চরম নিদর্শন।

আশা নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি.স.): "১৯৬৪ সালে বিনোবা ভাবে এসেছিলেন। ওঁকে প্রণাম করে কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলাম। ৫৬ বছর কেটে গিয়েছে। সেই যে পথ চলা শুরু, আর থামিনি।' মঙ্গলবার প্রচারে বেরোনোর মুখে সাতসকালে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে এ কথা বললেন হুগলির চাঁপদানির সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী, পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। জানালেন, প্রথমে যাবেন নর্থ ব্রুক জুট মিলের সামনে। সেখানে মাইক ছাড়াই ছোট্ট সমাবেশ। তার পর পথযাত্রা। দীর্ঘকাল ধরে পরিষদীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত সত্তর ছুঁইছুঁই মান্নানভাই। এখনও মনোনয়নপত্র জমা দেননি। শুক্রবার কয়েকটি কেন্দ্রের প্রার্থীরা মিলে একসঙ্গে মনোনয়ন জমা দেবেন। জানালেন, "ভদ্রকালী উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পড়াতাম। বিয়ে থা করিনি। রাজনীতিই আমার সংসার। পেনশনের টাকায় চলে যায়। অনেক কিছুর মত রাজনীতি, ভোটচিত্র বদলে গিয়েছে। আমি সেই একই আছি। ট্রেনে-বাসে কলকাতায় যাতায়ত করি। চড়া রোদে, পায়ে হেঁটে প্রচার চালাই। কোনও স্পনসর নেই।' ১৯৮২ সালে বিধানসভা ভোটে প্রথমবার আব্দুল মান্নান আরামবাগ কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে জিতেছিলেন। '৮৭-তে হেরে যান ওই কেন্দ্রেই। '৯১ থেকে উপর্যুপরি তিনবার, মানে ২০০১ পর্যন্ত জেতেন চাঁপদানির কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে। '০৬-এ হেরে যান ওই কেন্দ্রেই। তাঁর অভিযোগ, "টিএমসি-র ভোট কাটাকাটি না হলে হারতাম না। এর পর '১১-তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌশলে প্রার্থীই হতে পারলাম না।" '১৬-তে ফের ওই কেন্দ্র থেকেই জেতেন তিনি। এবারের ভোট হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য হিসাবে। জিতবেন তো? প্রবীন বিধায়কের উত্তর, "অনেক ফ্যাক্টর এবার কাজ করছে। কী করে নিশ্চিন্ত হই? '২০০৬-তেও কেউ বুঝতে পারেননি হেরে যাব! দেখা যাক। মানুষ তো আশা নিয়েই বাঁচে!'

শক্তিশালী নাগরিক সমাজ গড়ে উঠুক

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতির স মা লো চ না কা বী দে ব ''রাষ্ট্রদ্রোহী'' তকমা লাগিয়ে ভুয়ো মামলায় ফীসিয়ে গ্রেফতার করার ব্যাপরে এই প্রবাদটির সত্যতা মর্মে মর্মে অনুভূত হচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধির রাজত্বকালেই হোক বা মনমোহন জমানায়, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমন করার জন্য কি মারাত্বক দমনপীড়ন চালানো হয়েছে, দেশবাসী তা ভুলে যায়নি। ইউপিএ জমানাতে পি চিদম্বরমের তৎপরতায় বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনটিকে (ইউপিএ) সংশোধন করে কঠিনতর রূপ দেওয়া হয়েছে, যার যথেচ্ছ প্রয়োগের মাধ্যমে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দিতে বর্তমান বিজেপি শাসিত কেন্দ্র সরকারও কোনো কসুর করছে না। ডা. কাফিল খান, সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান, পরিবেশকর্মী দিশা রবি, কবি ভারাভারা রাও, মানবাধিকার কর্মী সুধা ভরদ্বাজ, আনন্দ তেলতাম্বদে, আইনজীবী নিকিতা জেকব, শান্তনু মুলুক, শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী নোদীপ কাউর, তাপসী পানু, অনুরাগ কাশ্যপ, শিবকুমার সহ অসংখ্য সমাজকমী, লেখক, কবি, অভিনেতা, আন্দোলনকর্মী (আন্দোলনজীবী''ও বলতে পারেন) আজ রাষ্ট্রের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে পড়েছেন। নাগরিক সমাজের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে দমন করতে বর্তমান কেন্দ্র সরকার কখনও মাওবাদী, কখনও আরবান নকশাল, কখনও টুকরে টুকরে গ্যাং, কখনও প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, কখনো খলিস্তানীর

তকমা লাগিয়ে সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার তত্ব খাড়া করতে তৎপর। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল, বিজেপিশাসিত কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলি এমন বহু সমাজকর্মী, পরিবেশকমী, বুদ্ধিজীবীদের কালাকানুনে গ্রেফতার করে বাক্স্বাধীনতার মতো মৌলিক অধিকারকে পদদলিত করতে সচেষ্ট, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই যুক্ত নন। ত া ব . া কৃষক-শ্রমিক-আদিবাসী-দলিত-সংখ্যালঘু সমাজের স্বার্থরক্ষায় কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন। অন্যদিকে দেওয়ার দিনই "দ্য ওয়্যার" সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিজেপি নেতা কপিল মিশ্রকে বলতে শোনা গেছেত্ত ''জেএনইউ, জামিয়া ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেশদ্রোহীদের মতো গুলি করে মারা উচিত।' যগিও পুলিশের পক্ষ থেকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতা হওয়ার জৌলতে তাঁর বিরুদ্ধে সিডিশন বা দেশদ্রোহিতামূলক আইনে কোনো মামলা দায়ের করা হল না। গণতন্ত্রের এমন এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে যে ক্ষীণ রুপোলি রেখাটি আমাদের সামনে আসার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে, তা হল ভারতীয় বিচারব্যবস্থার যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ। যদিও দেখা যায়, দেশের বেশিরভাগ গতানুগতিক পদ্ধতিতে আভিযুক্তদের নোদীপ কাউরকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে। শান্তনুনোদীপ কাউরের মতো সমাজকর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফীসানোর চেষ্টা করা হলেও প্রশাসনের সেই প্রচেষ্টা জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়ে থাকেন।

বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ারের দেওয়া "জেল নয়, জামিন-এর তত্বকে নিম্ন আদালতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমল দেওয়া হয় না। যদিও দিশা রবির ক্ষেত্রে দিলির নিন সর্বতোভাবে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। দিশা দিচ্ছিলেন। আদালত তার রায়ে বলে, দু'জন ব্যক্তি শুধুমাত্র গোটাকতক স্লোগান তুললে হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় না। তাদের কাজকর্মে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় বা দলের বিরুদ্ধেও কোনো শত্রুতা বাত্ত ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে, এমনও নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ও ভাসাভাসা সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর ভিত্তিকরে এভাবে কোনো ব্যক্তির জামিন পাওয়া আটকানো যায় না, যার বিরুদ্ধে আবার কোনো অতীত অপরাধের রেকর্ডও নেই।

আদালতের বিচারক ধর্মেনর রানা মোটেই এই গতানুগতিক পথে হাটেননি। তিনি সহমত পোষণ না করলেই কাউকে কারাগারে নিক্ষেপ করা যায় না। যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকরা হলেন সরকারের বিবেকের রক্ষাকর্তা। পুলিশের পেশ করা প্রমাণকে অপর্যাপ্ত বলে উল্লেখ করে তিনি দিশাকে জামিনে মুক্তি দিয়েছেন। শুধু দিশা নয়, প্রবীণ কবি ভারভারা রাও, আইনজীবী-সমাজকর্মী নিকিতা জেকরের জামিনও সম্প্রতি আদালত মঞ্জুর করেছে। অন্যদিকে পাঞ্জাব ও হরিযানা হাইকোর্ট নোদীপ কাউরকে মুক্তি দিয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হল, দিশা রবি নিকিতা শান্তনু নোদীপ কাউরের মতো সমাজকর্মীদের মিথ্যা মালায় ফাঁসানোর চেষ্টা করা হলেও প্রশাসনের সেই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। দিশী মামলায় বিচারপতি রানা বলেছেন, অস্বচ্ছ ও ভাসাভাস সাক্ষ্যপ্রমাণের ওফর ভিত্তি করে এভাবে কোনো ব্যক্তির জামিন পাওয়া আটকানো যায় না, যার বিরুদ্ধে আবার কোনো অতীত অপরাদের রেকর্ডও নেই। আন্তর্জাতিক মহলে বার্তা পাঠানোও অপরাধের আওতায় পড়ে না। টুলকিটে যেখানে কোনো হিংসার বার্তাও পাওয়া যায়নি, তখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কীভাবে কোনো দেশবাসীকে গ্রেফতার করা যায়, সে নিয়ে আইনজ্ঞমহলে প্রশ্ন উঠেছে। প্রসঙ্গত ১৯৯৫ সালে বলবন্ত সিং ও অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলার রায়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলবন্ত ও তার ভাই বলবিন্দর সিংয়ের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিল। জনৈক অততায়ীর হাতে ইন্দিরা গান্ধি নিহত হওয়ার দিন বলবন্তরা প্রকাশ্যে রাজ করেগা খালসা বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন। আদালত তার রায়ে বলে দু'জন ব্যক্তি শুধুমাত্র গোটাকতক স্লোগান তুললে সেক্ষেত্রে ভারত সরকারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় না। তাদের কাজকর্মে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় বা দলের বিরুদ্ধেও কোনো শত্রুতা বা ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে, এমনও নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করেই সর্বোচ্চ আদালত এই দু'জনকে বেকসুর খালাস করে দেয়। এই রায় প্রকাশের দিন বিভিন্ন মামলায় জড়িত বহু অপরাধী আদালত থেকে মুক্তি পায়। মোদ্দা কথা, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হলে, হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ছড়ানোর উপাদান তার কৃতকর্মের মধ্যে রয়েছে কিনা, তা প্রমাণের দায় প্রশাসনের ওপরেই বর্তায়। সেখানে ভুয়ো অভিযোগে কাউকে গ্রেফতার করা হলে বারবারই আদালত এক্ষেত্রে পুলিশি অতিসন্নিয়তা বা প্রশাসনের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে রুখে দীড়িয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করার চেষ্টা করা হলে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারকেই পদদলিত করা হয়, যা স্বৈরতন্ত্রের পদধবনিরই ইঙ্গিত দেয়। সেক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি দ্রুত বিচারলাভের অধিকার সুরক্ষিত না হলে মিথ্যা মামলায় জড়িত অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজকর্মীদের বিনা বিচারে দিনের পর দিন কারাগারেই কাটাতে হয়। পি চিদম্বরমের মতো বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি মন্তব্য না হয় সরকারি আইনজীবী কখনো বা সরকারপক্ষের সাক্ষীরা অনুপস্থিত থাকে। আবার মেডিক্যাল রিপোর্টও নির্দিষ্ট সময়মতো তৈরি হয় না। কখনো বিচারকের মামলা শোনার সময় থাকে না বা তিনি ছুটিতে থাকেন। এভাবেই অভিযুক্তকে জেল থেকে আনা হয় ও আবার জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এই আশায় যে, হয়ত পরবর্তী তারিখে নিশ্চিত শুনানি হবে। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টেও একইভাবে অসংখ্য মামলা জমে রয়েছে। চিদম্বরম স্পষ্টভাবে দাবি করেছেন, পুলিশ, সিবিআই, ইডি, এনআইএ-র মতো তদন্তকারী সংস্থার প্রবল বিরোধিতার কারণেই জামিন সংক্রান্ত শুনানি শেষ হতে দীর্ঘদিন লেগে যায়, যা আদতে গ্রেফতার হওয়া বা বিচারাধীন বন্দিদের মানবাধিকারকেই ভীষণভাবে লঙ্ঘন করে। আদবানি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "আপনাদের ঝীকতে বলা হয়েছিল, কিন্তু আপনারা তো হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন।" বর্তমান সময়েও দেশজুড়ে ক্রমাগত ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা হরণের ফলে বৃহৎ মিডিয়া গোষ্ঠী, কর্পোরেট সমাজ থেকে আমজনতা অভিনন্দনযোগ্য। তবে নোদীপ কাউরকে যেভাবে পুলিশি হেফাজতে বেধড়ক মারধর ও ১৪ দিন পর তার মেডিক্যাল চেকআপ করানোর অভিযোগ উঠেছে, তা মানবাধিকার লঙঘনের জ্বলন্ত উদাহরণ। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানানো ও দেশজুড়ে তীব্র নিন্দা হওয়া দরকার।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সামাজিক প্রকল্পে সুরক্ষিত জনতা

সুতীর্থ চক্রবর্তী

ক্ষমতায় এলে সামাজিক সুরক্ষায় কে-কত খরচ করবে, সেই প্রতিযোগিতা সামনে রেখে বাংলায় ভোট প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা খুব ইতিবাচক দিক। বিশ্বায়ন ও আর্থিক সংস্কারের পর 'সামাজিক সুরক্ষা' সরকারি অভিধানে একটি নিষিদ্ধ শব্দ হয়ে গিয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটছে দুনিয়াজুড়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কয়েক দিন আগে প্রায় দু'লক্ষ কোটি ডলারের ত্রাণ প্যাকেজ অনুমোদন করিয়েছেন তাঁর দেশের আইনসভায়। বাইডেন বলছেন, এই প্যাকেজে প্রায় সব মার্কিন নাগরিকের কিছু না কিছু ডলার প্রাপ্তি নিশ্চিত। অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর পক্ষে যা হতে পারে একটা মাইলফলক। মার্কিন মিডিয়াও একই কথা বলছে। দেখা যাচ্ছে, পুঁজিবাদের পীঠস্থানও আজ শুধু বাজারের হাতে অর্থনীতিকে ছেড়ে রাখার ঝুঁকি নিতে পারছে না। সরকারি হস্তক্ষেপের এবং সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজন হচ্ছে।

বাজার ব্যবস্থা সব মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে না। এই সত্য আজ মেনে নিচ্ছে বাজার ব্যবস্থার প্রবক্তারাও। কারণ, বিশ্বায়ন উত্তর পৃথিবী সর্বত্র কলকারখানা তৈরির ধারণা অনুমোদন করে না। বিশ্বের কোনও কোনও অঞ্চল আজ উৎপাদনের কেন্দ্র। যেখানে উৎপাদন হচ্ছে, কলকারখানা গড়ে উঠছে, সেখানে বহু মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব। একই কথা সত্য, দেশের অভ্যান্তরে। দেশের কোনও কোনও প্রান্ত উৎপাদনের কেন্দ্র হবে। সেই এলাকাকে ঘিরে থাকবে কলকারাখানা। সেই অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবেই কর্মসংস্থান তৈরি হবে। কিন্তু যে-অঞ্চলে উৎপাদনের কেন্দ্র থাকবে না, যেকানে কলকারখানা হবে না, সেখানে বেকারত্ব থাকবে। যে অঞ্চলে বেকারত্ব থাকবে। যে অঞ্চলে বেকারত্ব থাকবে, সেই অঞ্চলের মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ভরসা সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প।

সব দেশেই সরকার আজ উদ্যোগপতিদের ডাক দিয়েছে, মুনাফার ভাগ এসব কর্মহীন মানুষের জন্য দিতে হবে। যদি সমাজকে বাঁচাতে হয় সামাজিক সুস্থিতি রক্ষা করতে হয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে সরকারকে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালিয়ে যেতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প একমাত্র চলতে পারে কর্পোরেট পুঁজির মুনাফার ভাগের অংশ থেকেই। আমাদের দেশে সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য মুনাফার একটি অংশ কর্পোরেট সংস্থাগুলির খরচ করা বাধ্যতামূলক হয়েছে। বাংলার গ্রামে গেলে এখন দেখা যায়, কর্পোরেট সংস্থা স্কুলের শৌচালয় তৈরি করে দিয়েছে। কোথাও পাড়ার ভিতর পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে কোনও কর্পোরেট সংস্থা স্কুলের শৌচালয় তৈরি করে দিয়েছে। কোথাও পাড়ার ভিতর পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে কোনও কর্পোরেট সংস্থা। কর্পোরেট সংস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতার খরচ সীমিত ক্ষেত্রে সীমাবন্ধ। সরকারকে এগিয়ে আসতে হচ্ছে আরও বৃহত্তর মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আজকের দুনিয়ায় সব সরকারকেই এমনভাবে আর্থিক নীতি রচনা করতে হয়, যাতে তার খরচের একটি বড় অংশ বরাদ্দ থাকে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের জন্য।

আমাদের দেশের রাজ্য সরকারগুলি যে সেই লক্ষ্যে এগচ্ছে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। এটা বস্তু দ্বিধা নেই যে, এই রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তাঁর আর্থিক নীতিতে সামাজিক প্রকল্পের জন্য বরাদ্দা গোড়া থেকেই বাড়াতে বাড়াতে এগিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প রয়েছে। এ রাজ্যে শুধু কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির নাম পরিবর্তন হছেয়ে, এমনটা কখনওই ঠিক নয়। এই বলার মধ্যে বিরোধীদের রাজনৈতিক প্রচার রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যাযের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প সত্যিই দেশের সামনে একটি মডেল প্রকল্প। একাধিক রাজ্যে এই ধরনের প্রকল্প রয়েছে, তা ঠিক। কিন্তু তৃণমূল সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পে যে রাজ্যের নারীর ক্ষমতায়নে ইতিমধ্যেই একটি ভূমিকা পালন করেছে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। আবার, 'সবুজ সাথী' প্রকল্পও সত্যিই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে এক বিপ্লব ঘটিয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করছেন ইতিমধ্যে সবুজ সাথী প্রকল্পে রাজ্যের এক কোটি পড়ুয়া সাইকেল পেয়েছে। শহরে কোনও কোনও পরিবারের সবুজ সাথী প্রকল্পে পাওয়া সাইকেল অপ্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু গ্রামের সিংহভাগ পরিবারে সবুজ সাথী-র ওই সাইকেল প্রায় গাড়ির সমতুল। সবুজ সাথী প্রকল্প ওই সাইকেল পড়ুয়াদের সুবিধা তো করেইছে, সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, বহুক্ষেত্রে দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের আর্থিক কাজকর্মে গতি বাড়িয়েছে। লকডাউনে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রেশনের সময়সীমা এ রাজ্যের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই জুন মাস পর্যন্ত প্রলম্বিত করেছেন। এটি এক অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রকল্প। এর প্রভাব সমাজ জীবনের কতটা বিস্তৃত তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এই রেশন প্রকল্পকে আরও সহজভাবে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে রাজ্য। বলা হচ্ছে, রেশন আনতে এবার আর দোকানেও যেতে হবে না। মানুষের ঘরে ঘরে রেশন পৌঁছে যাবে।

নির্বাচনের মুখে মুখ্যমন্ত্রী 'দুয়ারে সরকার প্রকল্প গ্রহণ করলেন। এই প্রকল্প বছরের দু'বার করে সরকার দেবে। জাতি শংসাপত্র, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থেকে শুরু করে সরকারি পরিষেবা সহজে পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রকল্পটির গুরুত্ব কম নয়।

একথায় অনবদ্য প্রকল্প। এসব প্রকল্পের নির্বাচনী-মূল্য একটি দিক। কিন্তু সামাজিক গুরুত্বও ফেলনা নয়।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে গেলে যে কোনও সরকারকেই এখন এই ধরনের প্রকল্প চালিয়ে যেতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের মতো করে একাধিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করছে। রাজ্য ভোটের প্রচারে প্রকল্পগুলির কথা উঠে আসছে। কার পকল্প কতটা ভাল, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। তুল্যমূল্য বিচারও হচ্ছে। বাম আমলে রাজ্যে পার্টি সোসাইটি-র ধারণা নিয়ে এসেছিলেন সমাজবিজ্ঞানীরা। সেই পার্টি সোসাইটির রূপ বদলাচ্ছে। এখন বলা যেতে পারে, গ্রামে ও শহরে তৈরি হয়েছে বিরাট উপভোক্তা শ্রেণি। যার নির্ভরশীল এই সমস্ত সরকারি সামাজিক প্রকল্পের উপর । এই উপভোক্তা শ্রেণি বোটার হিসেবে কী আচরণ করে এবারে বিধানসভা ভোটে, তার একটা বড় প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই বিধানসভা ভোট সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির একটি গবেষণার হিসেবে কাজ করবে। উপভোক্তা শ্রেণির ভোট বিধানসভা নির্বাচনের ফলের ক্ষেত্রেও নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে। এই দৃষ্টিতে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে রাজ্যের এই বিধানসভা ভোট অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উপভোক্তা শ্রেণি রাজ্যের শাসক দলের পক্ষে থাকলে তার একরকম ব্যাখ্যা হবে। উপভোক্তা শ্রেণি যদি শাসক দলের বিরুদ্ধে যায়, তখন অন্যরকম ব্যাখ্যা মিলবে। উপভোক্তা শ্রেণির গুরুত্বকে বর্তমান রাজনীতিতে কোনও ভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বাম আমলে একটি প্রচলিত ধারণা ছিল, উন্নয়নে ভোট হয় না। উন্নয়ন আরও উন্নয়নের চাহিদা বাড়ায়। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পও উপভোক্তা শ্রেণির খিদে আরও বাড়াচ্ছে কি না, তার ও মিলবে এবারের ভোটের ফলে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আইন সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলায়। ছবি- নিজস্ব।

গ্রাহকের প্রাপ্য নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে মিটিয়ে দিতে স্টার হেলথ ইন্স্যুরেন্সকে নির্দেশ আম্বুডসমানের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি. স.) : গ্রাহকের প্রাপ্য নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে মিটিয়ে দিতে স্টার হেলথ এন্ড অ্যালায়েড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে নির্দেশ দিল ইন্সুরেন্স আম্বুডসমান। এই নির্দেশের ফলে বিমা সংস্থাগুলো গ্রাহকদের অর্থ মেটানোর ব্যাপারে আরও সচেতন হবে বলে গ্রাহকদের অনুমান।

আম্বুডসমানের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা, পেশায় সাংবাদিক রাজা চক্রবর্তীর অভিযোগের ভিত্তিতে। মঙ্গলবার তিনি 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানিয়েছেন, ''আমি স্টার হেলথ এন্ড অ্যালায়েড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের একজন পলিসি হোল্ডার। জুলাই মাসে আমার করোনা পসিটিভ ধরা পরে। এর পর, শ্বাস কষ্ট আরও তীব্র হলে আমাকে ১৫.০৭.২০২০ তারিখে আর এন টেগোর হাসপাতালে ভরতি করা হয়। এখানে আমি ২০.০৭.২০২০ পর্যন্ত ভর্তি থাকি। বিমার আয়তায় আসার পর থেকে আমার এখনও পর্যন্ত পলিসির কোনও রকম সুবিধা নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি।

হাসপাতালের বিল হয় প্রায় ১,১৪, ০৭৫ টাকা। প্রথমে আমাকে মাত্র ৪০,০০০ টাকার ক্যাশলেস সুবিধা দেওয়া হয়। বাকি টাকা পাওয়ার জন্য আমি দাবি করলে মাত্র ১০, ০০০ টাকা দিয়ে সংস্থাটি আমাদের জানায়, জেনারেল ইনসিওরেন্স কাউন্সিলের (জিআইসি) নির্দেশিকা মেনে এর থেকে বেশি অর্থ আর দেওয়া সম্ভব নয়। বছরে ১৫ লাখ টাকার পলিসি থাকা সাত্ত্বেও আমায় মাত্র ৫০, ০০০ টাকা দেওয়া হয়। এর পর, মৌখিকভাবে আমি অর্থ ধার্য করার বিষয়ে জিআইসি-র আধিকারিকের ব্যাপারে কোম্পানির কাছে জানতে চাই। উত্তর না পেয়ে সংস্থাকে ও আইআরডিএ-র কাছে আইনি নোটিস পাঠাই। আইআরডিএ এই আইনি নোটিসের কোনও প্রত্যুত্তর দেয়নি। স্টার হেলথ কোম্পানিও তার নিজের আবস্থানে অনড় থাকে।

এরপর আমি ইন্সুরেন্স আম্বুডসমানের দ্বারস্থ হয়ই। তারা এ বিষয়ে এক ঐতিহাসিক রায় দিয়ে জানিয়েছে, জিআইসি-র এ ব্যাপারে কোনও এক্তিয়ার নেই। এবং বিমা অম্বাডসমান বিধির ১৭(৬) অনুযায়ী, রায় ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে বাকি টাকা মামলাকারীকে দিতে হবে।

আমার প্রশ্ন, সাধারণ মানুষের কস্টার্জিত অর্থ নিয়ে ব্যবসার সমৃদ্ধি করে এই বেসরকারি সংস্থাগুলি। কিন্তু তাঁদেরই বিপদের দিনে সংস্থাগুলি হাত গুটিয়ে নেয়। এরকম আর কত দিন চলবে? আরও বড়ো প্রশ্ন, সরকার ও আইআরডিএ আর কত দিন চোখ বুজে এই সব বেসরকারি সংস্থাগুলিকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করতে পিছন থেকে মদত যুগিয়ে যাবে।''এ ব্যাপারে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর তরফে মেলে স্টার হেলথ এন্ড অ্যালায়েড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। জবাব মেলেনি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রত্যেকের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আস্থাকে সম্মান করে ভারত : দুয়ার্তে পাচেকো

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): প্রত্যেকের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আস্থাকে সম্মান করে ভারত। সংসদের সেন্ট্রাল হলে সাংসদের উদ্দেশে বার্তায় এ কথা বলেছেন ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট দুয়ার্তে পাচেকো। মঙ্গলবার ভারতীয় সংসদের সেন্ট্রাল হলে ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট দুয়ার্তে পাচেকো সাংসদের উদ্দেশে বলেন, 'সমগ্র বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম গণতন্ত্র হল ভারত, স্থানীয় থেকে জাতীয় সমস্ত পর্যায়ে মহিলা ও যুবসমাজের অন্তর্ভুক্তি দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আস্থাকে সম্মান করে ভারত।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের দুই দেশের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, পর্তুগাল এবং ভারতের মধ্যে ৫০০ বছরের পুরানো সম্পর্ক, আমরা পরস্পরকে খুব ভালো করে জানি। আমি বলতে পারি, আমরা শুধুমাত্র বন্ধু নয়, আমরা ভাই।' বক্তব্য শেষে সেন্ট্রাল হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট দুয়ার্তে পাচেকো। এদিন সেন্ট্রাল হলে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেছেন, 'ভারত বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং দেশের ১৩০ কোটি নাগরিককে প্রতিনিধিত্ব করে। স্বাধীনতার শেষ ৭৪ বছরে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে। আমরা এখন স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করছি। এই সেন্ট্রাল হল স্বাধীনতার সাক্ষী।' উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং।

ফের ইরাকের মার্কিন ঘাঁটিতে রকেট হামলা

বাগদাদ, ১৬ মার্চ (হি.স.) : ইরাকে ফের মার্কিন ঘাঁটিতে ভয়াবহ রকেট হামলা হয়েছে। ইরাকের উত্তরাঞ্চলের আল-বালাদ সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে অন্তত সাতটি রকেট নিক্ষেপ করা হয়।তবে এর মধ্য থেকে দুটি ঘাঁটিতে আঘাত হানে। অন্য পাঁচটি রকেট ঘাঁটির পাশের একটি গ্রামে গিয়ে পড়ে। রকেট হামলায় ঘাঁটির কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেনি।

সম্প্রতি ইরাকে মার্কিন সামরিকঘাঁটি লক্ষ্য করে দফায় দফায় হামলা হয়ে আসছে। গত ৩ মার্চ ইরাকের আইন আল-আসাদ ঘাঁটিতে এ ধরনের রকেট হামলায় আমেরিকার একজন ঠিকাদার নিহত হন। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে ইরাক থেকে মার্কিন সেনা বহিষ্কারের দাবিতে ইরাকি সংসদে একটি প্রস্তাব পাস করা হলেও মার্কিন সরকার এ পর্যন্ত তাদের সেনা প্রত্যাহার করেনি।

পশ্চিমবঙ্গে মা, মাটি ও মানুষ সুরক্ষিত নয় : রাজনাথ সিং

দাসপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর), ১৬ মার্চ (হি.স.): তৃণমূলের স্লোগান ''মা, মাটি ও মানুষ'' নিয়ে তৃণমূলকেই কটাক্ষ করলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুরের জনসভায় তৃণমূলকে কটাক্ষ করে রাজনাথ সিং বলেছেন, 'মমতা দিদি ক্ষমতায় এসেছিলেন মা-মাটি-মানুষ-এর স্লোগান দিয়ে। কিন্তু আপনারা দেখুন এখন না মা সুরক্ষিত, না মাটি সুরক্ষিত, না মানুষ সুরক্ষিত। পশ্চিম বাংলার মা সুরক্ষিত নয়, মাটি সুরক্ষিত নয়, মানুষও সুরক্ষিত নয়।'

রাজনাথ এদিনের জনসভা আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এখানকার সরকার তা মানুষের কাছে পৌঁছতে দেয়নি।' মমতার উদ্দেশে রাজনাথ বলেছেন, 'মমতা দিদি ভারতীয় জনতা পার্টি রাজনীতি করে শুধু সরকার বানানোর জন্য নয়, ভারতীয় জনতা পার্টি দেশ বানানোর জন্য রাজনীতি করে। গণতন্ত্রে সরকারকে শাসক হিসেবে নয় সেবক হিসেবে কাজ করতে হয়। আর আপনি আপনার পুলিশকে কাজে লাগিয়ে শাসক হয়ে বাংলা শাসন করছেন।' জনসভায় উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে রাজনাথ সিং বলেছেন, 'আপনারা এখানে বিজেপি সরকার গঠন করুন, আমরা কথা দিচ্ছি ২০২২ আসতে আসতে এখানে কোনও মানুষ এমন থাকবে না যার মাথার ওপর ছাদ থাকবে না।....মমতা দিদি শুধু বলছেন খেলা হবে, খেলা হবে। হ্যাঁ খেলা হবে, নিশ্চয়ই খেলা হবে। পরিবর্তনের খেলা হবে, বিকাশের খেলা হবে।'

কয়লা-কাণ্ড : লালা ঘনিষ্ঠ আরও এক ব্যবসায়ীর অফিসে সিবিআই তল্লাশি

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি.স.): কয়লা-কাণ্ডে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর তৎপরতা অব্যাহত। এবার অনুপ মাঝি ওরফে লালা-ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ীর অফিসে তল্লাশি চালালেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। মঙ্গলবার সকালে থিয়েটার রোডের ওই অফিস ছাড়াও কলকাতা এবং রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থানে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তল্লাশি চালান সিবিআই গোয়েন্দারা।

সিবিআই সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে মধ্য কলকাতার 'জয়শ্রী গ্রুপ'-এর অফিসে তল্লাশি শুরু হয়। বেশ কয়কজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। থিয়েটার রোডে অবস্থিত ওই কোম্পানির মাধ্যমে কয়লার টাকা পাচার হত কি না, তা খতিয়ে দেখতে চাইছেন গোয়েন্দারা। শুধু কলকাতাতেই নয়, কুলটি, দুর্গাপুর-সহ বিভিন্ন জায়গাতেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা অভিযান চালিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

এপ্রিলের শেষেই ভারতে সফরে বরিস জনসন : ব্রিটিশ পিএমও

লন্ডন, ১৬ মার্চ (হি.স.): প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে দিল্লিতে আসার কথা ছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের। কিন্তু, বরিসের দেশে সেই সময় তাণ্ডব শুরু করেছিল করোনার নয়া স্ট্রেন। তাই ভারত সফরে আসতে পারেননি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী এপ্রিল মাসের শেষেই ভারত সফরে আসতে পারেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অফিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এপ্রিল মাসের শেষে ভারত সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেন বেরিয়ে যাওয়ার পর এটাই বৃষের প্রথম প্রধান আন্তর্জাতিক সফর হতে চলেছে। গত ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে, প্রধান অতিথি হয়ে দিল্লিতে আসার কথা ছিল বরিসের, কিন্তু সে দেশে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি ও নতুন স্ট্রেনের বাড়বাড়ন্তের কারণে ভারত সফর বাতিল করেছিলেন বরিস। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এপ্রিল মাসের শেষে ভারতে আসবেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন।

দুটি মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু উত্তরবঙ্গের অন্যতম ওজনদার প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়াল

রায়গঞ্জ, ১৬ মার্চ (হি. স.) : মঙ্গলবার নির্বাচনী প্রচারে নামলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়াল। এদিন তিনি রায়গঞ্জ পৌরসভা ২৭ নম্বর ওয়ার্ড দেবীনগর কালীমন্দির এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘে পুজা দিয়েই প্রচার শুরু করেন।

আতস বাজি ফাটিয়ে দলীয় কর্মীরা তাঁকে স্বাগত জানান। কানাইয়ালাল জানান, নির্বাচনী প্রচারে নামার আগে কালী মন্দিরে পুজো দিলেন। এছাড়াও ভারত সেবশ্রম সংঘের স্বামীজি তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিতি। দীর্ঘদিনের পরিচিত মানুষকে কাছে পেয়ে ভাল লাগল বলেও জানান তিনি।

এক সময়ের সহযোদ্ধা এবারে তাঁর প্রতিদ্বন্দী। রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্ত। প্রয়াত কংগ্রেস নেতা প্রিয় রঞ্জন দাসমুন্সি, মোহিত সেনগুপ্তর হাত ধরে কানাইয়ালালের রাজনীতিতে প্রবেশ। কংগ্রেস দল নির্বাচিত হয়ে ইসলামপুর পৌরসভা পৌরপতি হয়েছিলেন কানাইয়ালাল। ২০১৬ সালে ইসলামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বাম কংগ্রেস প্রার্থী দিলেও সেই জোটের বাইরে গিয়ে কানাইয়ালালকে কংগ্রেস প্রার্থী করেছিল।

দীর্ঘ এক সপ্তাহ পরে প্রচারে নামার প্রসঙ্গে কানাইয়াবাবু জানান, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই হেঁটে বের হয় না। একটু বড় হলেই হাঁটতে শেখে। রায়গঞ্জ বিধানসভায় সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্ত এই বিষয়ে বলেন, দীর্ঘ ১৫ বছর বিধায়ক হিসেবে রয়েছেন মোহিত সেনগুপ্ত। তিনি এলাকার তেমন কোনও উন্নয়ন করেননি। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের জন্য প্রচুর প্রকল্প ঘোষনা করেছেন। রাজ্যের মানুষ তাঁর সুবিধা পাচ্ছেন। ফলে উন্নয়নের স্বার্থেই মানুষ এবারে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন বলে কানাইয়াবাবু আশাবাদী।

ইসলামপুর কেন্দ্র থেকেই বিধায়ক হয়েছিলেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল। পরবর্তীতে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিল। বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরীর কাছে কানাইয়াবাবু পরাজিত হয়েছিলেন। লোকসভা প্রার্থী হওয়ার কারণে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন কানাইয়াবাবু। এবারে বিধানসভা নির্বাচনে কানাইয়ালালকে তৃণমূল কংগ্রেস ইসলামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী না করে রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করে।

রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্তের বিরুদ্ধেই মূল লড়াই। গত ৫ মার্চ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছেন। রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে অরিন্দম সরকারকে প্রার্থী না করায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের ব্যপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। দলীয় কর্মী সমর্থকদের ক্ষোভ প্রশমিত করে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দ্বিতীয় দিনেও ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে বিপুল সাড়া, এটিএম বন্ধে ভোগান্তি চরমে

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): দেশ জুড়ে দু'দিনব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনেও বিপুল সাড়া মিলেছে। কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু, মুম্বই থেকে চেন্নাই-দেশের সর্বত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সব শাখা এদিনও বন্ধ ছিল। কাজ হয়নি বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির সিংহভাগ শাখাতেও।

প্রায় একই ছবি দেখা গিয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও। এটিএম বন্ধ থাকায় ভোগান্তি আরও বেড়েছে সাধারণ মানুষের। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দু'দিনের এই ধর্মঘট ডেকেছে এই শিল্পের কর্মী এবং অফিসারদের ন'টি ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ ইউনাটেড ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন্স।

ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের প্রথম দিন, সোমবার ব্যাঙ্কের কর্মী-অফিসাররা ধর্মঘটে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। হাসপাতাল-সহ কিছু অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রের এটিএম-কে ছাড় দেওয়া হলেও, অধিকাংশ এটিএম বন্ধ ছিল। ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবারও একই ছবি ধরা পড়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি, মহারাষ্ট্রের মুম্বই থেকে থানে, তামিলনাড়ুর চেন্নাই থেকে মাদুরাই-সর্বত্রই কাজে যোগ না দিয়ে ধর্মঘট পালন করেছেন ব্যাঙ্ক কর্মীরা।

২৪ ঘন্টায় ৮.৭৩-লক্ষের বেশি, ভারতে ২২.৮২-কোটির উর্ধ্বে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): উদ্বেগ ও চিন্তা বাড়িয়ে ভারতে দ্রুত বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ২২.৮২-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৮,৭৩, ৩৫০টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২২,৮২, ৮০,৭৬৩-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ফের বেড়েছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। একধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৪,১৭০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২০,১৯১ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৮,৮৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৯ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৩১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১, ১০,২৭,৫৪৩ জন (৯৬.৬৫ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৪,১৭০ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২,২৩,৪৩২ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১.৯৬ শতাংশ)।

সক্রিয় রোগী ২.২৩ লক্ষাধিক, ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৫৮,৮৫৬

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২.২৩ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। গত কয়েকদিন ধরে প্রতিদিনই দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, মৃত্যুর সংখ্যাও উর্ধমুখী। সোমবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২৪ হাজার ৪৯২ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৩১ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ২০,১৯১ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সুস্থতার সংখ্যাই স্বস্তি দিচ্ছে। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১০, ২৭,৫৪৩ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২৪,৪৯২ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১৪ লক্ষ ০৯ হাজার ৮৩১-এ পৌঁছে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৮, ৮৫৬ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৪৩২ জন (১.৯৬ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৪,১৭০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩ কোটি ২৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪৩২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩০,৩৯,৩৯৪ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

সংক্রমণ বৃদ্ধিতেও হুঁশ ফিরছে না মুম্বইয়ের সমস্ত মার্কেটেই বেলাগাম ভিড়

মুম্বই, ১৬ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবারই দেশের ২৮টি রাজ্য এবং ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সবথেকে বেশি চিন্তা বাড়াচ্ছে মহারাষ্ট্রের করোনা-পরিস্থিতি, শুধুমাত্র মুম্বইতেই সোমবার সারাদিনে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছিলেন ১ হাজার ৭১২ জন। নতুন করে করোনা-সংক্রমণ বৃদ্ধিতেও কারও হুঁশ ফিরছে না! মঙ্গলবার সকালে মুম্বইয়ের দাদর মার্কেটে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল অকেনটাই বেশি। মাস্ক কারও মুখে ছিল না বললেই চলে, তাছাড়া সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলছেন না কেউ। শুধুমাত্র দাদর মার্কেট নয়, মুম্বইয়ের সমস্ত মার্কেটেই এদিন সকালে একই পরিস্থিতি ছিল। এ বছরের শূরুতে যেখানে গড়ে প্রতি দিন ১০ হাজার করে সংক্রমণ হচ্ছিল, সেখানে গত কয়েক দিনে হঠাই তা দ্বিগুণ হয়ে ৩ গুণের দিকে এগোতে শুরু করেছে। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ভারতে, মৃত্যুও বাড়ছে। সাধারণ মানুষের উদাসীনতার জন্য এই পরিস্থিতি বলে মনে করছেন অনেকেই। তার উপর ভারতে করোনাভাইরাসের টিকাকরণ শুরু হওয়ার পর থেকে এই উদাসীনতা অনেকটাই বেড়েছে। কারও মুখেই এখন মাস্ক দেখা যাচ্ছে না, কেউ সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলছেন না। দেশবাসী যেন ভেবে নিয়েছে মহামারী চলে গিয়েছে, কিন্তু তাঁদের ভাবনা যে ভুল তা গত কয়েকদিনের সংক্রমণ বৃদ্ধি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজনে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি. স.) : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষ্যে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজন করবে ভারত। নয়াদিল্লির কূটনৈতিক সূত্রে একথা জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, ঐতিহাসিক কনসার্টের নেতৃত্ব দেবেন পণ্ডিত রবিশংকরের মেয়ে অনুষ্কা শংকর এবং দ্য বিটলসের লিড গিটারিস্ট জর্জ হ্যারিসনের ছেলে ধ্যানি হ্যারিসন। অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্বে রয়েছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস।

এর আগে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরি ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৭১-এ আমেরিকার নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত ম্যাডিসন স্কোয়ারে কনসার্ট ফর বাংলাদেশের আয়োজন করা হয়েছিল। সেবার অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রবাসী ভারতীয়রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের নেতত্ব দেন পণ্ডিত রবিশংকর ও জর্জ হ্যারিসন। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের ২৬ ও ২৭ তারিখ বাংলাদেশ সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। এই সফরে কনসার্টের ঘোষণা হতে পারে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

এপ্রিল থেকে মহার্ঘ্য হচ্ছে তাজমহল দর্শন, গুণতে হবে বাড়তি মূল্য

আগ্রা, ১৬ মার্চ (হি.স.): এক ধাক্কায় বেশ খানিকটা বাড়তে চলেছে তাজমহল দর্শনের দাম। ভারতীয় হোক অথবা বিদেশী, দুই ধরনের পর্যটকদের জন্যই বাড়তে চলেছে এই দাম। আগামী ১ এপ্রিল থেকেই বর্ধিত দাম বলবৎ হতে চলেছে বলে আগ্রা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানা যাচ্ছে। ভারতীয় পর্যটকদের ক্ষেত্রে এতদিন প্রবেশ মূল্য ছিল মাথাপিছু ৫০ টাকা। সূত্রের খবর, এবার নতুন এই মূল্য তালিকা মোতাবেক, সেই মূল্য বাড়িয়ে মাথাপিছু ৮০ টাকা করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিদেশি পর্যটকদের ক্ষেত্রে প্রবেশ মূল্য ১০০ টাকা পর্যন্ত বাড়তে চলেছে। বর্তমানে তাঁদের প্রবেশ মূল্য ছিল মাথাপিছু ১১০০ টাকা। এবার তা ১২০০ টাকা হতে পারে। শুধু তাই নয়, মূল গম্বুজে প্রবেশ করতে হলেও গুণতে হবে বাড়তি মূল্য। আগ্রার ডিভিশনাল কমিশনার অমিত গুপ্ত জানিয়েছেন, আগ্রা ডেভলপমেন্ট অথরিটি মূল গম্বুজের প্রবেশ মূল্যে বাড়তি ২০০ টাকা ধার্য করছে। অর্থাৎ এখানে প্রবেশের ক্ষেত্রে ভারতীয় পর্যটকদের ৪৮০ টাকা দাম দিতে হবে। সেক্ষেত্রে বিদেশীদের দিতে হবে ১৬০০ টাকা।

ফের উদ্ধার পিআইএ লেখা বিমানাকৃতির বেলুন, এবার জম্মুতে

জম্মু, ১৬ মার্চ (হি.স.): ফের উদ্ধার হল ''পিআইএ'' লেখা বিমানাকৃতির বেলুন। এবার জম্মুর ভালওয়াল এলাকায় ''পিআইএ'' লেখা বিমান আকৃতির একটি বেলুন উদ্ধার করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। বেলুনটি ঠিক কবে মিলেছে সে বিষয়ে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি। ''পিআইএ'' অর্থাৎ পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স, বিমানাকৃতির সবুজ রঙের বেলুনটি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উল্লেখ্য, কিছু দিন আগেই, গত ১০ মার্চ জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরের সোত্রা চক গ্রামে একই ধরনের একটি বিমানাকৃতির বেলুন উদ্ধার করেছিল পুলিশ। হীরানগর সেক্টরের সোত্রা চক গ্রামে উড়ে এসেছিল বেলুনটি। ১০ মার্চ উড়ে আসা বেলুনের উৎস এখনও জানা যায়নি, এরইমধ্যে জম্মুর ভালওয়াল এলাকায় ''পিআইএ'' লেখা বিমান আকৃতির বেলুন উদ্ধার করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ।

হরেকরকম   হরেকরকম   হরেকরকম

দরিতে বিয়ে হলে যেসব মানসিক সমস্যায় ভোগেন নারীরা

একটি নির্দিষ্ট বয়সের মাঝে বিয়ে না হলে বেশিরভাগ নারীই কিছু মানসিক সমস্যায় ভুগতে শুরু করেন। এমনকি যারা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী, তাদের মাঝেও দেখা যায় কিছু কিছু ব্যাপার। কখনও কাজ করে ঈর্ষা, কখনও সামাজিক চাপ, কখনও একাকীত্ব। সব মিলিয়ে অনেকেই নিজের মাঝে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। জেনে নিন এমন কিছু সমস্যা সম্পর্কে, যেগুলো তৈরি হয় বিয়ে দেরিতে হলে। সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা গেলে সেটা থেকে বের হয়ে আসাও সহজ। ১. একাকীত্ব থেকে বিষণ্ন হয়ে যাওয়া : সমবয়সী সকল বোন বা বান্ধবীদের বিয়ে হয়ে গেছে, আর স্বভাবতই বিয়ের পর সকলেই নিজের পৃথিবী নিয়ে একটু বেশিই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এক্ষেত্রে যার বিয়ে হয়নি, তিনি হয়ে পড়েন একলা। প্রিয় বোন বা বান্ধবীদের খুব একটা কাছে পান না, কাটানো হয় না ভালো সময়। সবমিলিয়ে বিষণ্ন হয়ে পড়েন, আর সেই বিষণ্নতা থেকেই মনের মাঝে জন্ম নেয় হতাশা ও শূন্যতা। আর এই বোধ থেকে বের হয়ে আসার সেরা উপায় হচ্ছে নতুন বন্ধু-বান্ধব তৈরি করা, যার কাছে আপনার জন্য পর্যাপ্ত সময় আছে। ২. নিজেকে অযোগ্য মনে করা : সমবয়সী সকলে নিজের জীবন সঙ্গী পেয়ে গেছেন, আপনি হয়তো বারবার চেষ্টা করেও পারছেন না। হয়তো প্রেম সফল হয়নি কিংবা পরিবার থেকে চেষ্টা করেও ফল হচ্ছে না। বিশেষ করে আমাদের দেশে পাত্রী দেখাবার প্রক্রিয়াটা খুব অপমানজনক। এক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত হবার পর নিজেকে অনেকেই অযোগ্য মনে করতে শুরু করেন। এত অযোগ্য যে, কোনো ছেলেরই তাকে পছন্দ হচ্ছে না। এমনটা ভাবা মানে অকারণেই নিজেকে ছোট করা। মনে রাখবেন, কোনো পুরুষের আপনাকে পছন্দ হয়নি মানেই আপনি অযোগ্য নন। এটা নিয়ে কষ্ট পাবার কিছু নেই। সম্ভব হলে ঘটা করে পাত্রী দেখার আয়োজনটা এড়িয়ে যান, অনেকটাই স্বস্তি পাবেন। ৩. খুব কাছের বোন বা বান্ধবীর প্রতিও ঈর্ষা হওয়া: এটাও খুব সাধারণ একটা আবেগ। আমরা মানুষ, এমনটা হতেই পারে আমাদের সাথে। খুব কাছের বোন বা বান্ধবীটি হয়তো এখন আর আপনাকে সেভাবে সময় দিতে পারেন না, নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত ও সুখী। এমন অবস্থায় ঈর্ষার একটা বোধ খোঁচা দিতেই পারে আপনাকে। এক্ষেত্রে নিজেকে বিষয়টা বোঝান। প্রথমত এটা ভাবুন যে তার জীবনে মোটেও আপনার গুরুত্ব কমেনি। আর দ্বিতীয়ত, একদিন আপনারও এমন চমৎকার একজন জীবনসঙ্গী হবে, তাই মন খারাপের কিছুই নেই। ৪. বিয়ে করার জন্য তাড়াহুড়া করতে গিয়ে নিজেকে হাস্যকর করে ফেলা : অনেক নারীই এই কাজটি করে ফেলেন নিজের অজান্তেই। আর তা হল, একটি বিয়ে করার জন্য "ডেস্পারেট" হয়ে যান। ক্রমাগত সামাজিক ও পারিবারিক চাপ থেকে এটা হয়। মনের মাঝে ক্রমাগত ঘুরতে থাকে যে "বয়স পার হয়ে যাচ্ছে"! আর এই পার হয়ে যাওয়া বয়সকে টেক্কা দিতে একজন জীবনসঙ্গীর জন্য আকুল হয়ে ওঠেন অনেকেই। বারবার ঘটকের কাছে যাওয়া, অফিসে বা পরিচিত মহলে নিজেকে পাত্রী হিসাবে উপস্থাপন ইত্যাদি করতে গিয়ে নিজেকে হাসি ও করুণার পাত্রে পরিণত করে ফেলেন তারা। আপনিও কি এমন করছেন? তাহলে জেনে রাখুন, এসব করে কেবল সামাজিক মর্যাদাতেই খাটো হচ্ছেন আপনি। এসবে তেমন কোনো ফল নেই। ৫. চাপের মুখে ভুল মানুষকে বেছে নেওয়া : ক্রমাগত পারিবারিক ও সামাজিক চাপের কারণে অনেক নারীই ভুল মানুষটিকে বেছে নেন বিয়ের জন্য। ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, যাকে সামনে পেলাম, তাকেই বিয়ে করে ফেললাম। কিংবা যে রাজি হল, তাকে পছন্দ না হলেও বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া। অনেকেই এই ব্যাপারটিকে ভালোবাসা ভেবে নিজেকে শান্তনাও দিতে চান। আবার অনেকে পরিবারকে খুশি করার জন্য নিজেকে রীতিমত চাপ দিয়ে বিয়েতে রাজি করায়। এই ভুলটি কখনও করবেন না। একটাই জীবন এবং এই জীবনে একটি ভুল বিয়ে আপনার অশান্তি কমাবে না বরং বাড়বে। ৬. আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলা : যে সমাজে একজন মেয়ের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে তার স্বামী ও সংসারের স্ট্যাটাসের ওপরে এবং সঠিক সময়ে বিয়ে না হলে মেয়েটি হয়ে ওঠে সকলের চক্ষুশূল, সেই সমাজে বিয়েতে দেরি হলে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। যখন ক্রমাগত নিজের কাছের মানুষেরাই বলতে থাকে যে "তুমি এত অযোগ্য যে পাত্র জোটে না", তখন অনেক নারীই নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন আর ক্রমশ গুটিয়ে নিতে থাকেন জীবন থেকে। ভুলেও এই কাজটি করবেন না। জীবন আপনার। আর আপনার জীবনে মাথা উঁচু করে আপনাকেই বাঁচতে হবে।

একাকীত্ব যেভাবে হত্যা করবে আপনাকে

একাকীত্বের বিষয়টি আমরা অনেকেই স্বীকার করতে চাই না। স্বীকার করি আর না করি, কেউ কেউ অজান্তেই প্রতিনিয়ত নির্মাণ করে চলেছি একাকীত্বের সংস্কৃতি ও সমাজ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও একে অপরকে কাছে না এনে প্রকারান্তরে আমাদেরকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। ভারতের এজভেল ফাউন্ডেশনের মতানুসারে, দেশটিতে প্রত্যেক প্রবণতাও বেশি। মানুষের ভেতর বসবাস করলে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ এতে অন্যরা এগিয়ে আসে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করার ফলে সেই সহযোগিতা পাওয়া কঠিন। ফলে এ ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী স্থূলতার মতো সমস্যা দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, শারীরিক স্বাস্থ্যের চেয়ে আগে দরকার একাকীত্ব বা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দূর করা। কেননা, এটিই আপনার সুস্থতা বা

দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজন একাকীত্বে ভুগছে এবং প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের মানসিক পরামর্শ প্রয়োজন। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ১৫ মিলিয়ন মানুষ একাকীত্বে ভুগছে এবং এদের তিন-চতুর্থাংশই নারী। হার্ট জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, যারা একাকীত্বে জীবনযাপন করেন তাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৪০ শতাংশ বেশি। "আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব রিটায়ার্ড পারসনস" পরিচালিত এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, একাকীত্বের ফলে অকালমৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। গবেষকরা দেখেছেন, যারা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন বা একাকী জীবনযাপন করেন তাদের হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকে মৃত্যুর হার অন্যদের চেয়ে বেশি। তাঁরা আরো বলেন, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা একাকীত্বের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক। এটি হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়ায় বেশি। এ ছাড়া, যারা বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করেন তাদের ভেতর সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে। সাইকোলজিক্যাল মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, বয়স্কদের চেয়ে ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সীরা বেশি একাকীত্বে ভোগে। দ্য গার্ডিয়ানে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী "কিংস কলেজ, লন্ডন"র যৌথ গবেষকের একজন ডা. টিমোথি ম্যাথিউস বলেন, "কেউ যদি তাদের বন্ধু বা পরিবারের কাছে প্রকাশ করেন যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে একাকী সময় কাটাচ্ছেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি জীবনের অন্য ক্ষেত্রে লড়ছেন।" সুতরাং, সুস্থ জীবনের জন্য একাকীত্বকে মোকাবেলা করতে হবে। এর একটি উপায় হতে পারে, আমাদেরকে সামাজিক অনুষ্ঠানাদি এবং দৈনন্দিন সামষ্টিক কাজের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানো। বন্ধু, আত্মীয়, প্রিয় মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, নিতে হবে শরীরের যত্ন। সবচেয়ে বড় বিষয়, জীবনকে ভালোবাসতে হবে। তাহলে জীবনও আপনার কাছে হয়ে উঠবে স্বর্গীয় বিষয়, আপনি নিজেই বেরিয়ে আসবেন একাকীত্ব থেকে। সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া।

বাথরুমেই কেন স্ট্রোক বেশি হয়?

স্ট্রোক সাধারণত বাথরুমেই বেশি হয়ে থাকে। কারণ, বাথরুমে ঢুকে গোসল করার সময় আমরা প্রথমেই মাথা এবং চুল ভেজাই, যা একমই উচিত নয়। এটি একটি ভুল পদ্ধতি। এইভাবে প্রথমেই মাথায় পানি দিলে রক্ত দ্রুত মাথায় উঠে যায়। এতে কৈশিক ও ধমনী একসঙ্গে ছিড়ে যেতে পারে। ফলস্বরূপ ঘটে স্ট্রোক, অতঃপর মাটিতে পড়ে যাওয়া। কানাডার মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্ট্রোক বা মিনি স্ট্রোকের কারণে যে ধরনের ঝুঁকির কথা আগে ধারণা করা হতো, প্রকৃতপক্ষে এই ঝুঁকি দীর্ঘস্থায়ী এবং আরও ভয়াবহ। বিশ্বের একাধিক গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী, গোসলের সময় স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এজন্য কিছু নিয়ম মেনে গোসল করা উচিত। সঠিক নিয়ম মেনে গোসল না করলে হতে পারে মৃত্যুও। গোসল করার সময় প্রথম মাথা এবং চুল ভেজানো একদম উচিত নয়। কেননা, মানুষের শরীরে রক্ত সঞ্চালন একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় হয়ে থাকে। শরীরের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছু সময় লাগে। চিকিৎসকদের মতে, মাথায় প্রথমেই পানি দিলে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত সঞ্চালনের গতি বহু গুণ বেড়ে যায়। সে সময় বেড়ে যেতে পারে স্ট্রোকের ঝুঁকিও। তাছাড়া, মাত্রাতিরিক্ত রক্তচাপের কারণে ছিড়ে যেতে পারে মস্তিষ্কের ধমনী। গোসলের সঠিক নিয়ম: প্রথমে পায়ের পাতা ভেজাতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে উপরের দিকে কাধ পর্যন্ত ভেজাতে হবে। তারপর মুখে পানি দিতে হবে। সবার শেষে মাথায় পানি দেওয়া উচিত। এই পদ্ধতি যাদের উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টরেল এবং মাইগ্রেনের সমস্যা আছে তাদের অবশ্যই পালন করা উচিত।

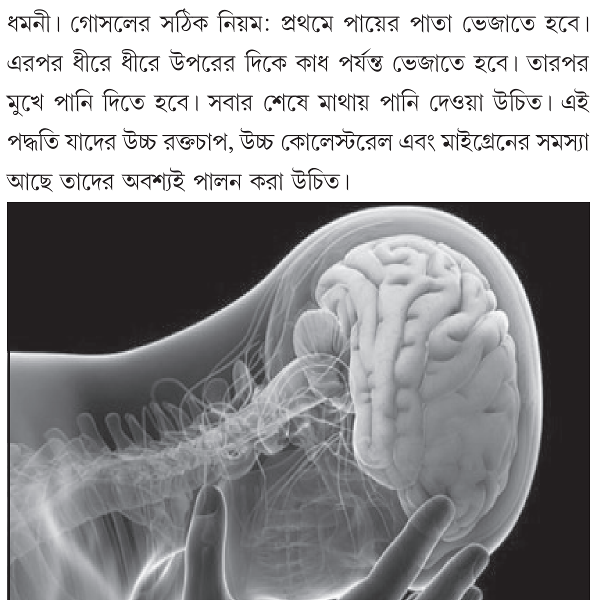

ইন্টারনেট আসক্তি থেকে মুক্তির উপায় কী?

এটা তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। মানব সভ্যতার উন্নয়নে এর ভূমিকা অপরিসীম। তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়ায় আমরা মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বকে জানতে পারছি খুব সহজে। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা, বিনোদন ও খেলাধুলাসহ সব বিষয়ের ভাণ্ডার হচ্ছে ইন্টারনেট। এখন আমাদের কোনো তথ্যের জন্য কোনো ব্যক্তির ওপর নির্ভর করতে হয় না। ইন্টারনেটে সার্চ দিলে সহজেই সব পাওয়া যায় মুহূর্তের ব্যবধানে। অর্থাৎ বলা যায়, ইন্টারনেট আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) দেয়া তথ্যমতে, বর্তমানে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৮ লাখ ৫৯ হাজার। এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে মানুষের জীবন অনেক সহজ ও গতিশীল হচ্ছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের ভালো ও খারাপ দুটি দিকই রয়েছে। ইন্টারনেটের খারাপ দিক হল এর অপব্যবহার। তরুণ সমাজ তাদের মূল্যবান সময় অপচয় করছে ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ ও ইউটিউবের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে। কেউ যদি এগুলোতে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং এ কারণে যদি তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়, তখনই বাধে সমস্যা। এর ফলে ভুক্তভোগীর পাশাপাশি সমস্যায় পড়তে হয় বন্ধু, পরিবার ও সমাজকে। অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার অনেকটা মাদকাসক্তির মতো। এতে করে স্থূলতা দেখা দেয়া, ঘুম কমে যাওয়া, সৃজনশীল চিন্তাভাবনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া, মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়াসহ নানা সমস্যা দেখা দেয়। বাংলা সাহিত্যের একজন লেখক বলেছেন, 'বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ।' আজকাল বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় বসলে দেখা যায়, যে যার মতো স্মার্টফোন নিয়ে ব্যস্ত। বাস বা ট্রেনে চলার সময় অনেককেই দেখা যায় ফেসবুকিং বা ব্রাউজিং করে দীর্ঘ সময় পার করতে। অথচ এই দীর্ঘ সময়ে একটা ভালো বই পড়া যেতে পারে। বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতে ফেসবুক সাংবাদিকতা বেড়ে যাচ্ছে। ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে। অনেকে বিভিন্ন নামে-বেনামে ফেসবুক ফেক আইডি খুলছে এবং খারাপ তথ্য শেয়ার করছে। এসব বিষয়ে আমাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। ইন্টারনেট আসক্তি থেকে রেহাই দিতে তরুণদের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া অভিভাবকরা সন্তানদের কাছে ইন্টারনেটের ভালো ও ক্ষতিকর দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। শুধু অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ না করে সন্তানদের সময় দিতে হবে। এতে তরুণ-তরুণীরা সচেতন হবে। সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি তথা সবার সচেতনতাই পারে এ ধরনের সমস্যা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে।

অন্তঃসত্ত্বা নারী চন্দ্রগ্রহণ দেখলে গর্ভস্থ সন্তানের কী ক্ষতি হয়?

শতাব্দীর দীর্ঘতম চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে শুক্রবার মধ্যরাতে। এদিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে ছায়াচ্ছন্ন থাকবে চাঁদ। আর এই চন্দ্রগ্রহণকে ঘিরে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। অনেক হয়তো অপেক্ষা করে আছেন কখন দেখা মিলবে চন্দ্রগ্রহণের। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের জানিয়েছে, শুক্রবার পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ১৩ মিনিট ৬ সেকেন্ডে শুরু হওয়া চন্দ্রগ্রহণ শেষ হবে ভোর ৫টা ৩০ মিনিট ২৪ সেকেন্ডে। এই বিশ্বজগতে প্রাকৃতিক জগতের মধ্যেও নানা পরিবর্তন হয়ে থাকে। চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ প্রকৃতির খুবই সাধারণ একটি বিষয়। তবু বলা হয়ে থাকে, এই খাওয়ার রান্না করতে নেই কারণ তার মধ্যে তাহলে বিষক্রিয়া তৈরি হয়।এই কারণে হয় গ্রহণের আগে নয়তো গ্রহণের পরে খাওয়ার তৈরির একটি রীতি প্রচলিত রয়েছে। আর বলা হয়ে থাকে অন্তঃসত্ত্বা নারী চন্দ্রগ্রহণ দেখলে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হয়। জেনে রাখা ভালো সবই ভুল ধারণা। প্রসঙ্গত,গ্রহণের সময় সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবী সমান রেখায় চলে আসে। তাই জোয়ার-ভাঁটাও তৈরি হয়। এদেশে বহুল প্রচলিত কিছু কুসংস্কার রয়েছে বিয়ের হলুদের অনুষ্ঠানে বিধবাদের অংশ নিতে দেয়া হয় না। বিয়ের পরপরই যদি কনের স্বামীর মৃত্যু হয় তবে ঐ কনেকে 'অপয়া স্বামীখাকি' বলা হয়। আবার নতুন বউ বিয়ের পর কিংবা কারো সন্তান জন্মানোর পর পরই যদি চাকরিতে প্রমোশন কিংবা ব্যবসায় উন্নতি হয় তবে ঐ বউ কিংবা সন্তানের ভাগ্যে প্রমোশন কিংবা ব্যবসায় উন্নতি হয়েছে বলে ধরা হয়। আসলে কিন্তু কারো ভাগ্যে কারো প্রমোশন বা ব্যবসায় উন্নতি হয় না। এর কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। তাই চন্দ্রগ্রহণ জড়িয়ে নানা কুসংস্কার রয়েছে যার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। যেমন, গ্রহণের সময় ঘরের বাইরে বেরতে নেই, খাবার থাকলে তা ফেলে দিতে হয়, অন্তঃসত্ত্বা নারীদের খুবই সাবধানে থাকতে হয়। আসুন জেনে নেই অন্তঃসত্ত্বা নারী চন্দ্রগ্রহণ দেখলে গর্ভস্থ সন্তানের কী ক্ষতি হয়? অন্তঃসত্ত্বা নারী অনেকে প্রশ্ন করেন অন্তঃসত্ত্বা নারীদের চন্দ্রগ্রহণ দেখলে তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানের কি ক্ষতি হয়? একেবারেই তা হয় না। জ্যোতিষ মতে, এমন ধারণা একেবারেই ভুল। গ্রহণের সময়ে অন্তঃসত্ত্বা নারীরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। তাঁর বা সন্তানের কোনও ক্ষতির সম্ভাবনাই নেই এর থেকে। খাওয়া বা পান করা অহরহর শুনে থাকবেন চন্দ্রগ্রহণের সময়ে কিছু খাওয়া বা পান করা কি উচিত? গ্রহণের সময়ে খাওয়া পা পান করায় বৈজ্ঞানিক ভাবে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। যোগ নেই ধর্মের সঙ্গেও। শুধুই কুসংস্কারের বশে আজকের যুগেও অনেকে গ্রহণের সময়ে খাওয়াদাওয়া বা পানি পানও করেন না। এমনকী, বাড়তি খাবার থাকলে তা ফেলেও দেন অনেকে। পশুদের ব্যবহারে পরিবর্তন চন্দ্রগ্রহণের সময়ে নাকি অনেক পশুদের ব্যবহারে পরিবর্তন দেখা যায়! চন্দ্রগ্রহণের সময় পশু-পাখিরা অযথা ডাকাডাকি করে, ডানা ঝাপটায়। এর কারণ, অসময়ে অন্ধকার হয়ে যাওয়া। ২০১০ সালেই এমন তথ্যই প্রকাশ করা হয় পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের তরফ থেকে। মানুষের মন মানুষের মনে কি কোনও প্রভাব ফেলে চন্দ্রগ্রহণ? নাসা এমন তথ্য মানতে একেবারেই রাজি নয়। চন্দ্রগ্রহণের সময়ে কোনও ব্যক্তির মানসিক সমস্যা হলে তা একেবারেই তার মনের ব্যাপার। ছোট থেকে শুনে আসা ভয়গুলিই কাজ করে। এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বলেই জানাচ্ছে নাসা। অসুস্থ চন্দ্রগ্রহণের সমেয় মানুষ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক সমীক্ষায় এমন তথ্যই উঠে এসেছিল। চন্দ্রগ্রহণের সময়ে প্রচুর মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা,করোনারি, ইউরিনারি, হেমারেজের সমস্যা নিয়ে।

যেসব খাবারে দৈহিক শক্তি কমে

খাদ্যাভাসের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে সম্প্রতি অধিকাংশ পুরুষই দৈহিক শক্তি হারানোর সমস্যায় ভুগছেন। এক গবেষণায় দেখা যায়, খাদ্যাভাস লিবিডোতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে যখন বয়স বাড়তে থাকে তখন এই ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার শঙ্কা বেড়ে যায়। তাই যেসব খাবার দৈহিক শক্তি কমিয়ে দেয় সেসব খাবার তালিকা থেকে বাদ দেওয়াই ভালো। জেনে নিন এমন খাবারের নাম- অ্যালকোহল : অ্যালকোহল স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। শরীর দুর্বল করে, চেহারাতেও ফেলে বাজে ছাপ। এছাড়া দৈহিক শক্তিতেও মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। আর তাছাড়া অ্যালকোহল আর রিচ ফুড সবসময় আপনাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রাখে। ফলে সঙ্গীকে সময় দেওয়ার ব্যাপারে আর উৎসাহ বোধ হয় না। সয়া: সয়াবিন থেকে তৈরি বেশিরভাগ পণ্যই সাইটোয়েস্ট্রোজেন নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এটি পুরুষ ও নারীর দেহে হরমোনের ভারসাম্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী যারা সয়া পণ্য ভোগ করে তাদের মধ্যে মিলনের আগ্রহ কম। তাই যেসব পুরুষ সন্তান গ্রহণের কথা ভাবছেন তারা খাদ্য তালিকা থেকে সয়া একদম বাদ দিয়ে দিন। কারণ সয়া শুক্রাণুর পরিমাণও কমিয়ে দেয়। পুদিনা পাতা: সুগন্ধির জন্য পুদিনা পাতা অনেক বেশি জনপ্রিয়। কিন্তু এটি মোটেও ভালো নয়। এটি শরীরিক শক্তি সৃষ্টিকারী হরমোন টেসটোসটের মাত্রা কমিয়ে দেয় যা শরীরকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে আগ্রহ কমিয়ে দেয়। তাই সুগন্ধির জন্য পুদিনা বাদ দিয়ে আদা খাওয়ার অভ্যাস করা যেতে পারে। আদা অনেক ভালো। কফি : কফি আপনার শরীরিক সম্পর্কের ইচ্ছা বাড়ানোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কফিতে যে ক্যাফেইন থাকে তা আপনার মুড কার্যকর রাখে। তবে অতিমাত্রায় কফি খেলে হতে পারে বিপত্তি! এটি মূত্রথলির ক্ষতি করে এবং থাইরয়েড হরমোনে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। পনির : গরুর দুধ থেকে তৈরি পনির এখন সুপার মার্কেটে খুবই সহজলভ্য। পনির ছাড়া অনেকের নাশতাই যেন জমে না। পনিরকে হরমোন ও অ্যান্টিবডি তৈরির কৃত্রিম উৎসও মনে করা হয়। তবে বেশি মাত্রায় পনির খেলে শরীরে এস্ট্রোজেন-জাতীয় পদার্থের নিঃসরণ হয়, যা মানুষের আকর্ষণ শক্তি নষ্ট করে দেয়। এমনকি এর প্রভাবে দৈহিক শক্তি লোপ পেতে পারে।

বিজেপি প্রতাপগড় মন্ডলের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে র‍্যালি। ছবি ঃ নিজস্ব

এ রাজ্যে শুধু কাটমানি আর তোলাবাজি : যোগী আদিত্যনাথ

বাঁকুড়া, ১৬ মার্চ (হি. স.) : এই রাজ্যে শুধু কাটমানি আর তোলাবাজি বলে তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনা করে বক্তব্য রাখলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্য নাথ। মঙ্গলবার রায়পুরে এক নির্বাচনী জনসভায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত আজ এক নতুন ভারতে পরিণত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর গরিব কল্যাণের জন্য যে সমস্ত প্রকল্পগুলি আছে এখানে টিএমসির সরকার সেগুলি রূপায়ণ করতে দিচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পগুলি গরিবের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেস। এখানে সব কিছুতেই কাটমানি এবং তোলাবাজি আছে। এই তোলাবাজি ট্রেডিশন কংগ্রেসের ছিল, কমিউনিস্টের ও ছিল, আর তৃণমূল কংগ্রেস ও আছে। এই তিনটা দলই এই তোলাবাজি সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তিনি বলেন মোদীজি গরীবের পয়সা যাতে গরিবের কাছে যায় তার জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছেন। এরাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এটাও বন্ধ করে দিয়েছে কারণ তাদের দোকানদারি বন্ধ হয়ে যাবে? তারা বেরোজগার হয়ে যাবে। তাই সভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এইজন্যই ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখানে আনতে হবে।এদিন চড়া রোদ উপেক্ষা

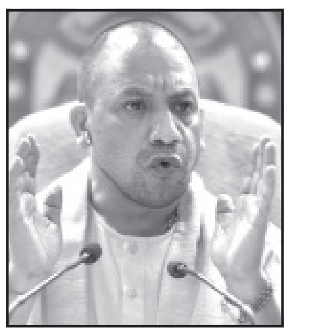

করে বহু মানুষ যোগীর সভায় হাজির হন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

বিজেপিতে যোগদান প্রাক্তন বিধায়ক মণিলাল গোয়ালার নাতি তথা করিমগঞ্জ জেলা যুব কং-এর সহ-সভাপতি বিশ্বজিতের

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ মার্চ (হি.স.) : অসম বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যে দেদার জার্সি বদলের প্রতিযোগিতা চলছে। সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে পাথারকান্দিতেও অব্যাহত দল বদলের হিড়িক। মান আর অভিমানে বেশ কয়েকজন বলিষ্ঠ কর্মী এই দল ছেড়ে সেই দলে যোগ দিচ্ছেন।

আজ স্বহস্তে লিখিত ইস্তফাপত্র করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন পাথারকান্দির তিনবারের প্রাক্তন বিধায়ক তথা সংসদীয় সচিব দলের প্রবীণ নেতা মণিলাল গোয়ালার নাতি জেলা যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ গোয়ালা ওরফে পাপ্পু। এদিকে জেলা সভাপতির কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েই প্রায় অর্ধশতাধিক সমর্থক ও অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দেন বিশ্বজিৎ। পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লোয়াইরপোয়া ব্লক মণ্ডল বিজেপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় পাপ্পু এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের দলীয় টুপি ও উত্তরীয় পরিয়ে বিজেপিতে বরণ করেন বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু পাল। নিজের হাতে নবাগতদের মিষ্টিমুখও করান বিধায়ক। এই সভায় অন্যা ন্যরদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির হৃষিকেশ নন্দি, শ্যা ম আঁকুড়া, ধ্রুব চক্রবর্তী, পাপ্পু চক্রবর্তী, গণেশ বৈদ্যয, আফজল হুসেন, হেলাল উদ্দিন প্রমুখ।

কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর বিশ্বজিৎ গোয়ালা বলেন, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে মহাজোটের প্রার্থী চয়ন করেছেন। এতে তাঁরা মোটেও খুশি নন। পাথারকান্দিতে এবার যাঁকে কংগ্রেস সদস্য তথা মহাজোটের প্রার্থী করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। তাই তাঁদের পক্ষে আর কংগ্রেস দলে থাকা সম্ভব না হওয়ায় দলে-বলে বাধ্যব হয়ে স্বেচ্ছায় দল তযু গ করে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত সভায় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন অপশক্তি বনাম শুভশক্তির নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে শুভ শক্তির জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে দুই সন্দেহভাজন চিনা নাগরিক আটক

বাগডোগরা, ১৬ মার্চ (হি. স.) : বিমানবন্দরে দুই সন্দেহভাজন চিনা নাগরিককে আটক করল পুলিশ। জানা গিয়েছে, চিনের এই দুই নাগরিক নেপাল হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। মঙ্গলবার বাগডোগরা থেকে বিমানে করে হায়দরাবাদ হয়ে তাঁদের তিরুপতি যাওয়ার কথা ছিল। সেই সময় দুজনকে দেখে সন্দেহ হয় বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ কর্মীদের। এরপরই দুজনকে আটক করা হয়। পরে বাগডোগরা থানার পুলিশ ওই দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

ওই দুই চিনা নাগরিকের নাম জাং জুন এবং হাইলাং। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুজনের কাছেই ভারতীয় আধার কার্ড রয়েছে। জাং জুনের কাছে চিনের পাসপোর্ট থাকলেও হাইলাংয়ের কাছে পাসপোর্ট ছিল না। ওই দুজনই ভারতীয় আধার কার্ড পরিচয়পত্র হিসেবে দেখিয়ে বিমানে ওঠার চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, বিমানবন্দরে আধার কার্ড দেখাতেই সিআইএসএফের সন্দেহ হয়। চিনা নাগরিকের কাছে কীভাবে আধার কার্ড এল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ওই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ

হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি / কাকলি

আমার ভাইপোর পৈতের সময় মুখ দেখেছে ফিরহাদ , মেজিয়ার সভায় নয়া চাল মমতার

মেজিয়া ১৬ মার্চ (হি. স.) : ""আমার ভাইপোর পৈতের সময় মুখ দেখেছে ফিরহাদ।" মঙ্গলবার মেজিয়ার জনসভা মঞ্চে বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের পরিবারের প্রসঙ্গও তুলে এনেছেন তিনি। বলেছেন, "আমার ভাইয়ের বউ তফশিলী। এটাই আমার পরিবার। আমি একটি বাউল মেয়ের সঙ্গে থাকি।"" জানান, তাঁর ভাইপোর পৈতের সময় আস্থাভাজন ফিরহাদ হাকিমের মুখ দেখার প্রসঙ্গ।

নবান্ন দখলের মহারণে মুখোমুখি এখন দুই দল তৃণমূল ও বিজেপি। বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোট আলাদা করে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরলেও লড়াই মূলত দুই ফুলেরই। আর সেই সূত্রেই এবারের নির্বাচনে নিজের ভাঙা পা"কেই বাজি ধরেছেন মমতা। হুইল চেয়ারে বসেই বিজেপিকে তুলোধনা করেন তৃণমূলনেত্রী। একইসঙ্গে কর্মীদের মনোবল বাড়াতে নিজেকে "আহত বাঘিনির" সঙ্গে তুলনাও করলেন মমতা। তিনি এদিন বলেন, "আমার লড়াই চলছে। এই ভোট একটা খেলা। আমি এক পায়ে এমন খেলা খেলব, জনগণের সাপোর্ট নিয়ে খেলব। আমার মা-বোনেদের দুই পা, আমি ওদের সাপোর্টে খেলব। খেলাও হবে, জেতাও হবে। এই যুদ্ধে বাংলা জিতবে, দিল্লি হারবে। সবাইকে ভয় দেখিয়ে থামানো গেলেও আমায় পারবে না।" একইসঙ্গে মঙ্গলবার দিনভর প্রচারে ঝড় তুলতে আসরে নামছে শাসক-বিরোধী দলের হেভিওয়েট নেতৃত্বরা। কে নেই সেই তালিকায়! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বিজেপি-র সর্বভারতীয় নেতা জে পি নাড্ডা, রাজনাথ সিং, আদিত্যনাথ যোগী সকলেই প্রচার সারছেন মঙ্গলবার। জঙ্গলমহল জুড়ে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁদের। সোমবার পুরুলিয়াতে জোড়া সভা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভায় বিজেপির গড় হয়ে ওঠা সেই পুরুলিয়াতেই তিনটি জনসভা করছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক। এদিন দলের গোষ্ঠীকোন্দল মেটাতেও কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। বলেন, "আমার কর্মীরাই আমার সম্পদ। আগে যদি ২৪ ঘণ্টায় ১২ ঘণ্টা কাজ করতেন, এখন ১৮ ঘন্টা কাজ করুন। এই লড়াই জিততেই হবে।" এদিন বাঁকুড়ার মেজিয়া, ছাতনা, রাইপুরে জনসভা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই রাইপুরেই মমতার আগে সভা করছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। হিন্দুস্থান সমাচার/

জেলার ৫০ শতাংশ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে থাকছে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা, নজরদারি দিল্লি থেকে

নদিয়া, ১৬ মার্চ (হি. স.) : বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রামের বুথ কিংবা অতি উত্তেজনাপ্রবন বুথ সেখানে ভোট প্রক্রিয়া কেমন চলছে, তা জানতে এবার বিধানসভা ভোটে নদিয়ার প্রায় ৫০ শতাংশ বুথকে ওয়েব কাস্টিং সিস্টেমের আওতায় রাখা হচ্ছে। ফলে দিল্লির নির্বাচন কমিশনের অফিস কিংবা কলকাতার মুখ্য নির্বাচনী দপ্তর থেকে ভোটের দিন সরাসরি বুথে নজর রাখা হবে। শুধু তাই নয়, বুথে কোন সময়ে কত ভোট পড়ছে, তা মেসেজের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের কাছে।জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার জেলার ১৭ টি বিধানসভায় প্রায় তিন হাজার বুথ থেকে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও বাকি ৫০ শতাংশ বুথে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ও ভিডিওগ্রাফির ব্যবস্থা থাকছে। জেলার ওসি নির্বাচন গোবিন্দ হালদার বলেন, এবার জেলার ৫০ শতাংশ বুথেই ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট। জেলা নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালে জেলার করিমপুর উপনির্বাচনে মোট ২৬১ টি বুথ ছিল। তার মধ্যে ২৩ শতাংশ বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এবার জেলার দু" দফায় ভোট হতে চলেছে। মোট বুথ রয়েছে পাঁচ হাজার ৯৭৬টি। এরমধ্যে বিহার মডেল সামনে রেখে সহকারী বুথ থাকছে ১৩৯৪ টি। কোন কোন বুথে এই ব্যবস্থা থাকবে, তার প্রাথমিক তালিকাও তৈরি করেছে কমিশন। পাশাপাশি কমিশনের নির্দেশ রয়েছে, ওয়েব কাস্টিংয়ের ক্যামেরা বুথের অন্তত ৭-৮ ফুট উঁচুতে রাখতে হবে। ব্যবহৃত হবে পাঁচ অ্যাম্পিয়ারের তার। জেলা প্রশাসনের সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে ২০১১ সালে প্রথমবার বুথের ভিতরে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেবার সামান্য কিছু বুথে অল্প সময়ের জন্য এই কাজ হয়। তারপর ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে ওয়েব কাস্টিং করা হয়। ওই সময় বেশ কিছু বুথে এই ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটেও বেশ কিছু বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। তবে কেন ১০০ শতাংশ বুথেই ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকছে কেন? উত্তরে জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, এর কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা রয়েছে। সিস্টেমটি সম্পূর্ণভাবে ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল। কোনও বুথে নেটওয়ার্কের সমস্যা হলে ওয়েব কোস্টিং বন্ধ হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ওই বুথের ভোটচিত্র অস্পষ্ট থেকে যাবে কমিশনের কাছে। তবে কত বুথ ওয়েব কোস্টিং হবে সেব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। ওয়েব কোস্টিং হলে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা সরাসরি বুথের ভোটদান প্রক্রিয়া মনিটরিং করতে পারবেন।

প্রয়োজনমতো আধিকারিকরা সরাসরি বুথের ভোটকর্মী, পর্যবেক্ষক, জেলাশাসক, জেলার পুলিশ সুপার বা সেক্টর অফিসারদের নির্দেশও দিতে পারেন। জেলা প্রশাসনের কর্তাদের অনেকেই বলেন, এবারের নির্বাচনে মাইক্রো অবজার্ভারের সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে। তবে অবজাভাররা ঠিক করবেন, কত বুথে মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ হবে। মূলত, ভোটদান চলাকালীন বুথে ঢুকে কেউ ভোটারদের উপর প্রভাব কাটাচ্ছে কী না , তা নিশ্চিত করাই মাইক্রো অবজার্ভারদের মূল কাজ। এছাড়া ভোট প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটলে সরাসরি তাঁরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে পারবেন। বিগত দিনে ভোটে জেলার বেশকিছু বুথে অশান্তি হিংসা ও বুথজ্যামের অভিযোগ উঠেছিল। এবার অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বাড়তি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ সোয়েল

কক্সবাজারে বিধ্বংসী আগুনে মৃত ৩

ঢাকা, ১৬ মার্চ (হি. স.) : বাংলাদেশের কক্সবাজারে বিধ্বংসী আগুনে মৃত্যু হল তিনজনের। তবে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছে ১৫ মাসের এক শিশু। স্থানীয় সূত্রে খবর, উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের উত্তর হারবাংয়ের সাবানঘাটা এলাকার একটি বাড়িতে সোমবার গভীর রাতে আগুন লাগে। এর পরেই দ্রুত সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন এলাকাবাসীরা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। কিন্তু ততক্ষণেই বাড়িতে থাকা তিন ভাইবোনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম জাহেদুল ইসলাম (১২), ফৌজিয়া জান্নাত মীম (১০) ও আফিয়া জান্নাত মিতু (৮)। প্রাথমিকভাবে দমকলকর্মীদের অনুমান শর্ট সার্কিটের ফলেই আগুন লেগেছিল ওই বাড়িতে। যদিও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

আফগানিস্তানে অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের বাসে হামলা, ছাত্র-সহ দু"জনের মৃত্যু

কাবুল, ১৬ মার্চ (হি.স.): আফগানিস্তানের বাঘলান প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বাসে হামলা চালাল সন্ত্রাসীরা। মঙ্গলবার সকালে বাঘলান প্রদেশের পুল-ই-খুমরি শহরের উপকণ্ঠে বাঘলান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বাসে হামলা চালায় বন্দুকবাজ। গুলিতে মৃত্যু হয়েছে বাসের চালক এবং একজন ছাত্রের। পুলিশ জানিয়েছে, বাসে চেপে বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে যাচ্ছিলেন অধ্যাপক এবং পড়ুয়ারা। ওই বাসে ২৫ অধ্যাপক এবং পড়ুয়ারা ছিল। এই হামলার নেপথ্যে তালিবান জঙ্গি সংগঠনের হাত রয়েছে বলে করছে বাঘলান পুলিশ। যদিও, তালিবান সন্ত্রাসীরা হামলার দায় স্বীকার করেনি।

মার্কিন প্রশাসনকে হুশিয়ারি কিমের বোনের

পিয়ংইয়ং, ১৬ মার্চ (হি.স.) : আগামী চার বছর শান্তিতে ঘুমোতে চাইলে যেন ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ করে বাইডেন প্রশাসন। এই ভাষাতেই আমেরকাকে হুঁশিয়ারি দিল উত্তর কোরিয়া। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রনায়ক কিম জং উনের বোন কিম ইয়ো জং এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বলে মঙ্গলবার দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এমন এক সময় তিনি এই হুমকি দিয়েছেন, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া সফর শুরু করে দিয়েছেন।

সোমবার প্রথমবারের মত বিদেশ সফরে জাপান আসেন পেন্টাগন প্রধান লয়েড অস্টিন ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিংকিন। পরমাণু শক্তিধর উত্তর কোরিয়া ও চিনের বিরুদ্ধে সামরিক জোট শক্তিশালী করতে সফরে বের হয়েছেন তারা। এই অবস্থায় ওয়াশিংটনের নতুন প্রেসিডেন্টকে ইঙ্গিত করে এক বিবৃতিতে কিম ইয়ো জং বলেন, আগামী চারটি বছর যদি আপনি ভালো করে ঘুমাতে চান, তবে শুরু থেকেই সেই পরিস্থিতি তৈরি করা উচিত না, যা আপনার ঘুম কেড়ে নেবে। গত সপ্তাহেই যৌথ মহড়া শুরু করেছে দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকার সেনা। সেই প্রসঙ্গে কিম ইয়ো জং বিবৃতিতে বলেছিলেন, "নয়া মার্কিন প্রশাসন আমাদের দেশে বারুদের গন্ধ ছড়াতে চাইছে।" সেই সমালোচনার রেশই নতুন বিবৃতিতেও। প্রসঙ্গত, জো বিডেন হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করার পর এই প্রথম তাঁর প্রশাসনের উদ্দেশে কোনও বার্তা দিল কিমের দেশ।

গোটা বিশ্বেই কার্যত 'একঘরে' উত্তর কোরিয়া। তারা নিজেরাই বাকি দেশগুলির থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। এমনকী, করোনা অতিমারীর সময়ে অন্য দেশগুলি যেখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের কথা বলেছে, সেখানেও কিম প্রশাসন দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে প্রায় কিছুই জানায়নি। বরং সেদেশে কেউই সংক্রমিত হননি, এমন বার্তাও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দেশটির সীমান্ত। তার প্রভাব পড়েছে দেশটির অর্থনীতিতেও। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে আমেরিকার সামরিক জোট যে কিমকে আরও অস্বস্তিতে ফেলবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত, এর আগে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিমের সঙ্গে অনেকগুলি বৈঠক করলেও তা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

পরিস্থিতি তেমন দাঁড়ালে টিএমসি-কেই সমর্থন করব", বিস্ফোরক আবু হাসেম খান চৌধুরী

মালদা, ১৬ মার্চ (হি. স.) : "কংগ্রেস আব্বাস সিদ্দিকির হাত ধরেনি। খারাপ ফলের ভয়ে ওদের হাত ধরেছে বামেরা। ভোট পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি তেমন দাঁড়ালে কংগ্রেস তৃণমূলকে সমর্থন করবে।" ভোটের মুখে মঙ্গলবার এই বিস্ফোরক দাবি করলেন মালদা দক্ষিণের কংগ্রেস সাংসদ ও কংগ্রেসের জেলা সভাপতি আবু হাশেম খান চৌধুরী ওরফে ডালুবাবু। তিনি বলেছেন, 'যদি এমন পরিস্থিতি আসে যে বিজেপিকে সমর্থন করতে হবে বা তৃণমূলকে, আমি ব্যক্তিগতভাবে তৃণমূলকে সমর্থন করব।'

প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেলেও মালদা জেলায় নতুন করে জট তৈরি হয়েছে জোটে। তাদের একটিও আসন না ছাড়ায়, নিজেদের প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি। মালদায় মোট বিধানসভা কেন্দ্র ১২টি। এর মধ্যে কংগ্রেস ৯টি ও সিপিএম ৩টি আসনে লড়বে বলে ঘোষণা করেছে সংযুক্ত মোর্চা।

কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক আবার দাবি করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল ও মানিকচকে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। মালতিপুরে প্রার্থী দেওয়ার কথা বলছে আরএসপি।দুই বাম শরিক নিজেদের মতো করে প্রার্থী দিলে মালদা জেলায় কংগ্রেসের সঙ্গে চারটি আসনে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হতে চলেছে তাদের।

সিপিএমের জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্রর প্রতিক্রিয়া, রাজ্যস্তরে জোট হয়েছে। এই জোটে বাম-কংগ্রেস, আইএসএফ সবাই রয়েছে। সাংসদ কী বলতে চান সেটা স্পষ্ট নয়। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটেও হরিশ্চন্দ্রপুর ও মালতিপুরে চতুর্মুখী লড়াই হয়। তবে দুটি আসনেই শেষপর্যন্ত জিতেছিল কংগ্রেস। সেই উদাহরণ সামনে রেখে দুই বাম শরিকের দাবিকে আমল দিতে রাজি নয় কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি কালীসাধন রায় বলেন, গতবার ভোটে লড়ে হেরেছে, শিক্ষা ওরা পেয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা থেকে নতুন করে শিক্ষালাভ করছে না, ওদের সহযোগিতা পাওয়া নৈতিক অধিকার। শরিক নয়, এই বিতর্কে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়েছে সিপিএম। দলের জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র বলেন, এই সমস্ত আলোচনা রাজ্য স্তরে হয়েছে, জেলা স্তরে কখনও হবে না, আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব বসে ঠিক করেছে, আশা করছি ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করব।

তৃণমূলের দাবি, দুশোর বেশি আসন পেয়ে ক্ষমতায় ফিরব। ভোট-পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত কী হবে তা স্থির করবে রাজ্য নেতৃত্ব। এই জোট-ঘোঁটকে মানুষ মেনে নেবে না। আমাদের রুখতে যে সব দল এক হবে, সেটা আগেই জানা ছিল, প্রতিক্রিয়া বিজেপির। কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি। হিন্দুস্থান সমাচার/

বিজেপি-র রাজ্য নেতৃত্বকে আজ রাতে দিল্লি ডেকে পাঠালেন ক্ষুব্ধ শাহ

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি. স.) : ফের রাজ্যে বিজেপি-র প্রার্থী নিয়ে জেলা থেকে কলকাতায় বিক্ষোভ চোখে পড়ায় কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হলেন দলীয় নেতৃত্ব। আজ রাতেই দিল্লি তলব করা হয়েছে রাজ্য নেতাদের। ঠিক কী কারণে এই অসন্তোষ? তাঁদের ডেকে রিপোর্ট নেবেন অমিত শাহ। প্রথম দু'দফায় প্রার্থী ঘোষণার পর দলের আদি নেতাদের গুরুত্ব দেয় বিজেপি। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ প্রার্থীর তালিকায় তারকা ও নব্য বিজেপি নেতাদের প্রার্থী করায় রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে বিজেপি কর্মীরা। কিছুদিন আগেই সিঙ্গুরে সদ্য তৃণমূল ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে বিজেপ প্রার্থী করায় মধ্যপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সিঙ্গুরে আটকে রাখেন বিজেপি কর্মীরা। ক্ষোভ জেলা থেকে কলকাতায় রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে এসে পৌঁছেছে। যার জেরে এবার শাহি তলব করা হল রাজ্য বিজেপি নেতা ও পর্যবেক্ষকদের।

সূত্রের খবর, আজ রাতেই দিল্লিতে নিজের বাসভবনে দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারী, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, অরবিন্দ মেনন ও শিবপ্রকাশকে ডেকে পাঠিয়েছেন অমিত শাহ। গত সোমবার রাতেই গুয়াহাটি থেকে কলকাতায় ফেরেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দুপুরে রাজ্যে সভা করে অসম গিয়েই কলকাতায় বিশেষ বৈঠকের জন্য দিলীপ-মুকুলদের ডেকে পাঠান অমিত শাহ। সারারাত পেরিয়ে আজ সকাল অবধি রাজারহাটের হোটেলে আঁটোসাটো নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্যে রাজ্য নেতাদের ক্লাস নেন অমিত-নাড্ডা। এরপরেই সূত্রের খবর, দিলীপ ঘোষ ও মুকুল রায়কে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করার ব্যাপারেও দীর্ঘ আলোচনা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বঙ্গ নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির সেনাপতি শাহ বেশ চিন্তিত এটা বলাই যায়। তাই কোনও ফাঁক রাখতে চাইছেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

উন্নয়নের তুলনা হোক, বিজেপিকে ১০ গোলে হারিয়ে দেব : রঘুনাথপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

রঘুনাথপুর, ১৬ মার্চ (হি. স.) : পুরুলিয়ায় রঘুনাথপুরের জনসভা থেকে 'উন্নয়ন'কে হাতিয়ার করে মঙ্গলবারতৃণমূল যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করলেন, "উন্নয়নের হিসেব হোক, দশ গোলে হারাব।" ভোটের সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই প্রচারের সুর চড়ছে। যে মাটিতে ঘণ্টাখানেক আগেই জনসভা করে গিয়েছেন হিন্দুত্বের পোস্টারবয় যোগী আদিত্যনাথ, তা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই চৈত্র শুরুর রৌদ্রতপ্ত জায়গায় প্রচারের উত্তাপ আরও বাড়িয়ে গেলেন অভিষেক। পুরুলিয়ার একদিনে তিন-তিনটি জনসভা করলেন তিনি। প্রথম সভা রঘুনাথপুর থেকেই ঝাঁজ বাড়িয়ে তোলেন তিনি।

উনিশের লোকসভায় জঙ্গলমহলে ঘাসফুল কার্যত সাফ করে দিয়ে চার জেলাতেই পদ্ম ফুটেছে। অন্যান্য জেলার পাশাপাশি পুরুলিয়াতেও সাংসদ হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। সে কথা উল্লেখ করে অভিষেকের প্রশ্ন, "জঙ্গলমহলে সব বিজেপির সাংসদ। কিন্তু বলুন তো ৪ জনের মধ্যে একজনকেও কি বিপদে পাশে পেয়েছেন? পাননি। পাশে দাঁড়িয়েছেন সেই বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা। তাই শপথ নিন, বিজেপিকে এখান থেকে উৎখাত করতে হবে। আপনারা রঘুনাথপুরের তৃণমূল প্রার্থী হাজারি বাউড়িকে ভোট দিয়ে জেতান। অনেক সুবিধা পাবেন।"

এর পরই তিনি উন্নয়ন নিয়ে প্রতিযোগিতার কথা বলেন। তাঁর কথায়, "গত ১০ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলের উন্নয়ন আর গত ৭ বছরে মোদির উন্নয়ন, এই তুলনা হোক। বিজেপিকে ১০ গোলে হারিয়ে দেব।" এর পরই নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জখম হওয়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করে তৃণমূল সাংসদ আরও জোরদার লড়াইয়ের ডাক দেন।

অভিষেক বলেন, "ভোটের সময় দিল্লির নেতারা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছেন। কিন্তু করোনাকালে কাউকে তো অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোনও বহিরাগত শক্তির কাছে নয়, বাংলার জনগণের কাছে মাথা নত করব। যদি হেরে যাই রাজনীতির ময়দানে পা রাখব না।" একুশে বঙ্গের নির্বাচনে প্রথম দফায় ভোট আগামী ২৭ মার্চ, জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে। তাই জঙ্গলমহলের জেলাগুলিই আপাতত ভোটের প্রচারে সরগরম।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ তম পূর্তিকে সামনে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে বিশেষ চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্পচার মন্ত্রকের ফিল্ড আউটরিচ ব্যুরো, আগরতলা শাখা। আজ থেকে আগরতলার ক'ষ্ণনগর বিজয় কুমার গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে শুরু হয়েছে ৫ দিন ব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর সূচনা করেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে অল ইণ্ডিয়া রেডিও আগরতলা কেন্দ্রের অধিকর্তা এ বিজয়কুমার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে দূরদর্শন আগরতলা কেন্দ্রের অধিকর্তা পি রঙ্গস্বামী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য সম্পচার মন্ত্রকের ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার ইনচার্জ এইচ কে চাঙ, দূরদর্শন আগরতলার নিউজ এডিটর সুদীপ্ত কর, অল ইণ্ডিয়া রেডিও আগরতলার নিউজ এডিটর রীনা নোমাইটেং এবং বিজয় কুমার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অনামিকা দেববর্মা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিরা চিত্র প্রদর্শনী গ্যালারি ঘুরে দেখেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নিয়ে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস আয়োজকদের এই কর্মসূচির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দেশের ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে গত ১২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের উদ্বোধন করেন। রাজ্যস্তরে উমাকান্ত একাডেমিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই লক্ষ্যে ৭৫ সপ্তাহ ধরে সারা রাজ্যে নানা কর্মসূচি করা হবে। তিনি নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেশাত্নবোধ জাগ্রত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক মুহুর্তগুলো নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়ায় আয়োজকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অল ইণ্ডিয়া রেডিও আগরতলা কেন্দ্রের অধিকর্তা এ বিজয়কুমার। বিশেষ অতিথির ভাষণে দূরদর্শন আগরতলা কেন্দ্রের অধিকর্তা পি রঙ্গ স্বামী বিটিশ শাসনে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে ভগৎ সিং, সুভাষ চন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লব ভাই প্যাটেল সহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনের নানাদিক তিনি তুলে ধরেন।

৫ দিন ব্যাপী এই চিত্র প্রদর্শনীতে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ চন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসু, লালা হরদয়াল, বাল গঙ্গাধর তিলক সহ প্রথম সারির স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তাদের জীবনের নানাদিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রদর্ণীতে রাখা হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান সহ স্বাধীনতা সংগ্রামের অংসখ্য তথ্যচিত্র।

মার্কিন প্রশাসনকে হুশিয়ারি কিমের বোনের

পিয়ংইয়ং, ১৬ মার্চ (হি.স.) : আগামী চার বছর শান্তিতে ঘুমোতে চাইলে যেন ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ করে বাইডেন প্রশাসন। এই ভাষাতেই আমেরকাকে হুঁশিয়ারি দিল উত্তর কোরিয়া। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রনায়ক কিম জং উনের বোন কিম ইয়ো জং এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বলে মঙ্গলবার দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এমন এক সময় তিনি এই হুমকি দিয়েছেন, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া সফর শুরু করে দিয়েছেন।

সোমবার প্রথমবারের মত বিদেশ সফরে জাপান আসেন পেন্টাগন প্রধান লয়েড অস্টিন ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিংকিন। পরমাণু শক্তিধর উত্তর কোরিয়া ও চিনের বিরুদ্ধে সামরিক জোট শক্তিশালী করতে সফরে বের হয়েছেন তারা। এই অবস্থায় ওয়াশিংটনের নতুন প্রেসিডেন্টকে ইঙ্গিত করে এক বিবৃতিতে কিম ইয়ো জং বলেন, আগামী চারটি বছর যদি আপনি ভালো করে ঘুমাতে চান, তবে শুরু থেকেই সেই পরিস্থিতি তৈরি করা উচিত না, যা আপনার ঘুম কেড়ে নেবে। গত সপ্তাহেই যৌথ মহড়া শুরু করেছে দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকার সেনা। সেই প্রসঙ্গে কিম ইয়ো জং বিবৃতিতে বলেছিলেন, "নয়া মার্কিন প্রশাসন আমাদের দেশে বারুদের গন্ধ ছড়াতে চাইছে।" সেই সমালোচনার রেশই নতুন বিবৃতিতেও। প্রসঙ্গত, জো বিডেন হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করার পর এই প্রথম তাঁর প্রশাসনের উদ্দেশে কোনও বার্তা দিল কিমের দেশ।

গোটা বিশ্বেই কার্যত 'একঘরে' উত্তর কোরিয়া। তারা নিজেরাই বাকি দেশগুলির থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। এমনকী, করোনা অতিমারীর সময়ে অন্য দেশগুলি যেখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের কথা বলেছে, সেখানেও কিম প্রশাসন দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে প্রায় কিছুই জানায়নি। বরং সেদেশে কেউই সংক্রমিত হননি, এমন বার্তাও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দেশটির সীমান্ত। তার প্রভাব পড়েছে দেশটির অর্থনীতিতেও। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে আমেরিকার সামরিক জোট যে কিমকে আরও অস্বস্তিতে ফেলবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত, এর আগে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিমের সঙ্গে অনেকগুলি বৈঠক করলেও তা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

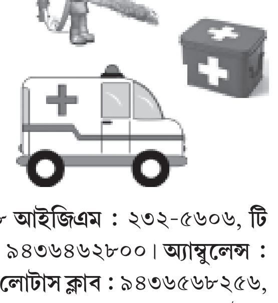

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জনগণ দিন তালি বিজেপির সব চেয়ার খালি ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া, ১৬ মার্চ (হি. স.) : বাঁকুড়ার রাইপুর থেকে বিজেপি নেতৃত্বকে বিঁধলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রীতিমতো ছন্দে ছন্দে বললেন, "জনগণ দিন তালি, বিজেপির সব চেয়ার খালি। এতে আমার কী করার আছে? লোকে তোমাদের পছন্দ করে না, তাই তোমাদের সভায় লোক আসে না।"

এদিনের সভা থেকে সরকারি আধিকারিকদের প্রতি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির আচরণ নিয়েও তোপ দেগেছেন মমতা। মেট্রো ডেয়ারি সংক্রান্ত একটি মামলায় স্বরাষ্ট্রসচিব এইচ কে দ্বিবেদীকে তলব করেছে ইডি। পুরনো এক মামলায় সিবিআই তলব করেছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী। কেন নন্দীগ্রামে তিনি জখম হওয়ার পর রাজ্যের নিরাপত্তা আধিকারিককে বদলানো হল, সেই প্রশ্নও তোলেন।

'জখম পা নিয়েই' মঙ্গলবার বাঁকুড়ায় একদিনে তিনটি জনসভা করে ফেললেন তিনি। প্রত্যেক সভাতেই মঞ্চে হুইলচেয়ারে বলেই ভাষণ রাখলেন তিনি। দুপুরের পরও মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ রোদ নিয়ে বিজেপি বিরোধী সুর ক্রমশই চড়িয়ে রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি নেতাদের ফাঁকা জনসভা নিয়ে বিঁধলেন তিনি। ভোট মরশুমে প্রচার, পালটা প্রচারে তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। বাংলা দখলের লক্ষ্যে দিল্লির বিজেপি নেতারা বারবারই এখানকার মাটিতে পা রাখছেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভাগুলি।

জনগণ

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে উদয়পুর আসতে হলে ভাড়া বেশি দিতে হয়। ফলে লাভ অনেক কম হয় কৃষকদের।ছোট অটো করে ছয় জন যাত্রী নিয়ে আসা যাওয়া হয়।ফলে উদয়পুর আসতে মাথা পিছু ত্রিশ টাকা করে ভাড়া দিতে হয়।

এদিকে মোটর স্ট্যান্ড নির্মাণ করেও পরিত্যক্তত অবস্থায় ফেলে রাখার ফলে রাত্রির অন্ধকারে সেখানে চলে অসামাজিক কাজ। জলের ট্যাঙ্ক নষ্ট হয়ে গেছে। দীর্ঘ দিন ধরে মোটর স্ট্যান্ডটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পরে রয়েছে। ঘর গুলি দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এলাকাবাসির দাবি জানিছেন মোটর স্ট্যান্ডটি অতিসত্বর চালু করতে এবং এলাকাতে টিআরটিসি বাসও চালু করার জন্য। আঠোরভোলায় মোটর স্ট্যান্ড চালু এবং টিআরটিসি বাস চালু করা হলে এলাকার কৃষিজীবী অংশের মানুষ সহ সকল স্তরের মানুষ উপকৃত হবেন তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সংশোধনী

১৬ মার্চ, ২০২১ জাগরণ এর প্রথম পাতায় 'ধৃত এনএলএফটি-র শীর্ষ নেতা পরিমল দেববর্মার পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজত' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের ভেতরে বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার্স-এর আইজি সুশান্ত কুমার নাথ এর ছবি অসাবধানতাবশত ছাপা হয়েছে। এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

- বার্তা সম্পাদক

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি স্বপ্না সেন মহাজন, স্বামী-কেশব মহাজন, গ্রাম ও পোঃ- দেবীপুর, বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরার বাসিন্দা। আমার কিছু নথিপত্রে ভিন্ন ভিন্ন নাম উল্লেখ রয়েছে। কোথাও স্বপ্না সেন (মজুমদার), স্বপ্না মহাজন এবং স্বপ্না মহাজন (সেন)। আমি নোটারি এফিডেভিট মূলে জানাচ্ছি যে এই তিনজনই একজন অর্থাৎ স্বপ্না সেন মহাজন।

স্বাক্ষর- স্বপ্না সেন মহাজন

দক্ষিণ করিমগঞ্জে মিত্রজোটের প্রার্থী আজিজকে জয়ী করতে জোরদার প্রচার অভিযান বিজেপির

সুপ্রাকান্দি (দ.করিমগঞ্জ, অসম), ১৬ মার্চ (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জে মিত্রজোটের প্রার্থীকে জয়ী করতে জোরদার প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন বিজেপির বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারী ও কর্মীরা। মিত্রজোটের প্রার্থী আজিজ আহমেদ খানের উপস্থিতিতে মঙ্গলবার সুপ্রাকান্দিতে একটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি অভিজিত রায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের কর্মীসভায় মিত্রজোটের প্রার্থী আজিজ আহমেদ খানকে জয়ী করতে সংকল্পবদ্ধ হন মণ্ডলের কর্মকর্তা সহ দলীয় কর্মী সমর্থকরা। সকাল ১১ টায় অনুষ্ঠিত কর্মী সভায় দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডলের অধীনস্থ ১১টি জিপির ১১১টি বুথ পর্যায় থেকে শুরু করে দলীয় পৃষ্ঠাপ্রমুখ এবং শক্তিকেন্দ্রের কার্যকর্তারা বিশাল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পরবর্তীতে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এদিনের কর্মীসভার সূচনা ঘটে। প্রারম্ভিক বক্তব্যে দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিজেপি সমষ্টি ভিত্তিক প্রভারী চম্পু চক্রবর্তী মিত্রজোট প্রার্থী আজিজ আহমেদ খানকে জয়যুক্ত করতে সকল কার্যকর্তাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানান।

বিজেপির কিষাণ মোর্চার প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি তথা মোর্চার সর্বভারতীয় সদস্য নীলোৎপল দাস নিজ বক্তব্যে বলেন, দলের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো দলীয় অনুশাসনের অঙ্গ। মিত্রজোটের প্রার্থী আজিজ আহমেদ খানকে জয়ী করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। প্রার্থী আজিজ আহমেদ খানকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, দক্ষিণ করিমগঞ্জে প্রতিটি নির্বাচনে হিন্দুরা এতদিন যাকেই সমর্থন করেছে তিনি বিধায়ক হয়েছেন। তাই তিনি বিজয় লাভ করলে অগপ-র সঙ্গে সমানভাবে বিজেপি দলের তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীরা যাতে বিশেষ গুরুত্ব পান।

বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা তথা করিমগঞ্জ জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল হুসেন বলেন হাইকমান্ডের নির্দেশে দলের স্বার্থে কাজ করে যাওয়াই হলো আমাদের প্রধান ধর্ম। দীর্ঘদিন থেকে দলের পাশে থেকে সংগঠন করেছি এবং এখনও দলের পাশে আছি। প্রার্থীপদ না দিলেও আমরা দল ছাড়ছি না। প্রদেশ বিজেপির কার্যকরী কমিটির সদস্য প্রিয়তোষ দে বলেন, দলের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে কর্মীদের প্রচার অভিযান চালিয়ে যাওয়াই এই মুহূর্তে কর্মীদের মুখ্য উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। মণ্ডল থেকে বুথ স্তর পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রার্থীকে এগিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান প্রিয়তোষ।

জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আশিস নাথ মিত্রজোটের প্রার্থীকে জয়ী করতে দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। বিজেপি নেত্রী শিপ্রা গুন এদিনের কর্মীসভায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখি প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। এছাড়াও অন্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি প্রমথেশ দে, বিজেপি নেত্রী সাহিদা বেগম, সুপ্রাকান্দি ও ফারামপাশা জিপির সভানেত্রী যথাক্রমে কল্পনা রায় ও টিংকু দাস, দক্ষিণ করিমগঞ্জ যুবমোর্চার সভাপতি জোতিষ্ক পোদ্দার প্রমুখ। এদিনের কর্মীসভায় মিত্রজোট প্রার্থী আজিজ আহমেদ খান প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে সকলের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন। আগামী দিনে বিজেপি কর্মীদের সুখে দুঃখে পাশে থাকবেন বলে কথা দেন তিনি। দক্ষিণ করিমগঞ্জের সার্বিক উন্নয়নে এবং এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রের সর্বস্তরের জনগণের ভোট প্রার্থনা করেন মিত্রজোট তথা অগপ দলের প্রার্থী আজিজ আহমেদ খান।

মুকুল রায়-দিলীপ ঘোষও প্রার্থী, তুঙ্গে জল্পনা

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি.স.) : নিজেদের বার্তা জনমানসে পৌঁছে দিতে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী করা হতে পারে মুকুল রায় এবং দিলীপ ঘোষের মতো ওজনদার নেতাদের।

বিজেপির ওজনদারদের মধ্যে বাবুল সুপ্রিয়, লকেট চট্টোপাধ্যায়, স্বপন দাশগুপ্ত, নিশীথ প্রামাণিকরা সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও দলের নির্দেশে বিধানসভায় লড়ছেন। এবার আরও একধাপ উপরে উঠে খোদ দলের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রার্থী করা হতে পারে দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মুকুল রায়কেও।

বিজেপি সূত্রের খবর, দিলীপ ঘোষকে বীরভূমের দুবরাজপুর আসন থেকে দাঁড় করানো হতে পারে। এই আসনে লোকসভার নিরিখে প্রায় ১৪ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল বিজেপি। সে হিসেবে গেরুয়া শিবির দুবরাজপুরকে সেফ সিট মনে করছে। আবার মুকুলকে কৃষ্ণনগর দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে ভাবা হচ্ছে। এই কেন্দ্রেও বিজেপি লোকসভার নিরিখে হাজার সাত ভোটে এগিয়ে।

প্রসঙ্গত, মুকুল রায় শেষবার ২০০১ সালে বিধানসভার ভোটে লড়েছেন। সেবারে পরাস্ত হতে হয় তাঁকে। তারপর থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনী রাজনীতির আড়ালেই থাকেন মুকুল। দিলীপবাবু অবশ্য শেষ দুটি ভোটে লড়াই করেছেন।

মঙ্গলবার রাতেই দিল্লিতে অমিত শাহ রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন। এসব নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি, দলের কোন্দল নিয়েও জবাবদিহি করতে হতে পারে বাংলার রাজ্য নেতাদের। ইতিমধ্যেই আজ সকালে প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ কেন তৈরি হল? কীভাবে প্রার্থী বাছাই করা হল? কেন স্থানীয় নেতৃত্বকে কনফিডেন্স এ নেওয়া হয়নি? ক্ষোভ সামাল দেওয়া যাচ্ছে না কেন? সংগঠনের উপরে কি নিয়ন্ত্রণ নেই? এমন নানা কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে একাধিক শীর্ষ নেতাকে। অবিলম্বে সব ক্ষোভ বিক্ষোভ মিটিয়ে গোটা দলকে ময়দানে নামানোর জন্য কী করা দরকার, তা নিয়ে কথা হয়েছে।

ফ্লাইং স্কোয়াডের অভিযান, ধলাই ও সোনাই এলাকায় উদ্ধার ৪,৮৪, ৪০০ টাকা এবং এয়ারগান

শিলচর (অসম), ১৬ মার্চ (হি.স.) : আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন-শৃঙ্খলার মসৃণ পরিচালনা ও বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিহত করার লক্ষ্যে কাছাড় জেলায় গঠন করা হয়েছে ফ্লাইং স্কোয়াড। মঙ্গলবার ধলাই ও সোনাই বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে ২ লক্ষ ৪২ হাজার ২০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ফ্লাইং স্কোয়াড। ফ্লাইং স্কোয়াডের তিন নম্বরদল ধলাই এলাকার লায়লাপুর থেকে জনৈক আর ইমুইর কাছ থেকে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ২০০ টাকা উদ্ধার করেছে। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন জাকির হুসেন। ধলাই থানার পুলিশ এলাকায় পৃথক এক অভিযান চালিয়ে একটি এয়ারগানও উদ্ধার করেছে বলে জানা গেছে।

এছাড়া সোনাই বিধানসভা এলাকার তিন নম্বর ফ্লাইং স্কোয়াড জনৈক হিতলাল দাসের কাছ থেকে ৬৪ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন শুভম সাহু। হিতলালের বাড়ি করিমগঞ্জ বলে জানানো হয়েছে। কাছাড়ের এই দুই বিধানসভা এলাকায় মোট ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪০০ টাকা আজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

কেরালায়

● প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি এবং কলেজ স্তরে স্ট্যালিন, লেনিন পড়ানো হলেও পাঠ্যক্রমে মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ অথবা ভারতীয় ইতিহাস স্থান পায়নি। তাঁর কথায়, স্ট্যালিন, কার্ল মার্ক সম্পর্কে জানার প্রয়োজন নেই এমনটা বলছি না। কিন্তু ভারতের ইতিহাস এবং তার সাথে যুক্ত ব্যক্তিত্ব যেমন মহাত্মা গান্ধী, বাল গঙ্গাধর তিলক, এপিজে আব্দুল কালাম সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি।

এদিন সিপিএম এবং কংগ্রেসকে এক আসনে বসিয়ে নিশানা করে বলেন, রাজ্যভিত্তিক বোঝাপড়ার মজাদার উদাহরণ তৈরি করেছে সিপিএম ও কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গে তাদের দোস্তি রয়েছে, অথচ কেরালায় কুস্তি করছে। ত্রিপুরায়ও তাদের একই বোঝাপড়া ছিল। তাই, সুযোগ পেয়েই মানুষ সিপিএম-কে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। বিজেপি-কে বেছে নিয়েছে, তবুও কংগ্রেসকে ত্রিপুরার মসনদে বসায়নি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় ২৫ বছরের বাম দুর্গ ভেঙে তছনছ করে দিয়েছেন জনগণ। কেরালায়ও তা সম্ভব হবে। বাম-কংগ্রেসের বিকল্প শুধু বিজেপি।

বন্দুক

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে। জমিতে ফসল ফলাতে গেলে বন্দুক উঁচিয়ে হুমকি দেয়। জবর দখলকারীরা এই জমির মালিক বলে দাবি করছে।

অসহায় মহিলা জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও ভিলেজে গিয়ে কোনো বিচার পায়নি। অভিযোগ সুবিনয় দেববর্মা, অনুপ কুমার দেববর্মা বাম আমলে সিপিএম এর সাথে যুক্ত ছিল। বর্তমানে জমি দখলের পর তারা শাসকদলের হয়ে কাজ করছে। যার ফলে বিচার পাচ্ছো না বলে অভিযোগ। স্বামীহারা অসহায় মহিলা মুঙকরই দেববর্মা জমি ফিরে পাওয়ার আশায় শাসক দলের নেতাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সুফল পায়নি। এ অভিযোগ করেন মহিলা ও তার আত্মীয় স্বজনরা। অসহায় ওই মহিলা স্থানীয় এডিসি ভিলেজ এবং থানায় ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

প্রতিমা ভৌমিক

● প্রথম পাতার পর

বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড বাইপাসে এবং অন্যদিকে চড়িলাম মন্ডল এর উদ্যোগে সুতারমুড়া বাজার মাঠে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।। চড়িলাম মন্ডল এর উদ্যোগে সুতারমুড়া বাজার মাঠে বিজিপি আইপিএফটি জোট সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিষ্ণু দেববর্মা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আমতলী ও গোলাঘাটি আসনের বিজেপির প্রার্থী বিশু দেববর্মা এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন এর সাধারণ সম্পাদক রামমোহন দেববর্মা। এছাড়া ছিলেন যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি নবাদল বণিক, চড়িলাম মন্ডল এর মন্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ।

সুতারমুড়া জনসভা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে কোন ধর্মই হোক ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ থাকা দরকার নেই সবার অধিকার এক। সরকারের সামনে সবাই এক। বিগত দিনে অনেক বক্তৃতা শুনেছি বিজেপি ক্ষমতায় আসলে মাইনোরিটি থাকতে পারবে না। বিজেপি ক্ষমতায় আসলে মুসলিম ভাই দের চলে যেতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের উন্নতি তিন বছরের মধ্যে ৯ মাস বাদ লকডাউন অতি মারি করোনার ভয়ে ঘর থেকে বের হওয়া যায়নি। আর মাত্র ২বছর ৩মাস।

তিনি আরো বলেন মা-বোনদের কাজে লাগাতে পারলে আগে বক্তৃতা শুনতাম আমরা মহিলাদের জন্য টয়লেট মহিলাদের নামে প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা মহিলাদের নামে জনধন যোজনা। মা-বোনদের নামে আমরা বিশ্বাস করি সমাজের কোন অংশে বাদ দিয়ে উন্নতি করা সম্ভব নয়।

মানসিক

● প্রথম পাতার পর

একাই ছিল। সোমবার বিকেল তিনটা নাগাদ কৈলাসহরের অনিলা চা বাগানের আতকা পাড়া এলাকার টমটম চালক রাজু দাস মা বাবা না থাকার সযোগকে কাজে লাগিয়ে বাড়িতে গিয়ে পানীয়জল চাইলে মেয়েটি গ্লাসে করে জল দেবার পর রাজু জলের গ্লাস ফেলে দিয়ে মেয়েকে ঝাপটে ধরে মেয়ের শ্লীলতাহানি করে। সন্ধ্যায় মেয়ের মা বাড়িতে আসার পর মেয়ে পুরো ঘটনা মাকে জানায়। রাতে মেয়ের বাবা বাড়িতে আসার পর এই ঘটনা শোনে দিনমজুর বাবা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মহিলা থানায় জানানোর পর মহিলা থানার পুলিশ আসবে বলেও আসেনি বলে অভিযোগ। পরিবারের তরফে মহিলা থানায় দুবার ফোন করে জানানোর পরও মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় নি। পুলিশ না যাওয়াতে মংগলবার সকাল এগারোটায় কুড়ি বছরের মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েকে নিয়ে নিরুপায় অসহায় দিনমজুর বাবা কৈলাসহরের মহিলা থানায় আসেন। রাজু দাসের বিরুদ্ধে মহিলা থানায় লিখিত মামলাও করেন। টমটম চালক রাজু দাসকে গ্রেফতার এবং উপযুক্ত শাস্তিরও দাবী করছেন এলাকাবাসী।

টেকরই

● প্রথম পাতার পর

করানোর কাজ করে থাকেন।

সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ দেবাশীষ দাস সোমবার রাতে তার চেম্বারে হানা দেন। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ফার্মেসি চালানোর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখতে চান। কিন্তু তিনি বৈধ কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। সে কারণেই তার ফার্মেসি বন্ধ করে দেওয়া হয়।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার দেবাশীষ দাস জানান, গোবর্ধন আচার্জী ওরফে স্বপন ডাক্তার কে মঙ্গলবার বেলা একটার মধ্যে অফিসে এসে দেখা করার জন্য বলা হয়েছিল।

কিন্তু তিনি এসে দেখা করেননি। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের নজরে আনা হয়। অবৈধভাবে ব্যবসা করার দায়ে তার বিরুদ্ধে ক্লিনিক্যাল অ্যাক্ট এ মামলা দায়ের করা হবে বলে জানান পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, তার চেম্বারে খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হয়েছে।গর্ভপাত করানোর মতো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সেখানে নেই বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য আধিকারিক।

তিনি আরো জানান রাজ্যসরকার রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে বিনে পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের ভুয়া ডাক্তারদের কাছে না গিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করতে তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

জাতীয়

● প্রথম পাতার পর

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সমস্ত কোভিড-১৯ সুরক্ষাবিধি মেনে অনথিভুক্ত শিশু এবং ৬ থেকে ১৯ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হবে। এছাড়া, ১ থেকে ৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়ে এবং ৬ থেকে ১৯ বছর বয়সের বিদ্যালয় বহিঃর্ভূত ছেলেমেয়েদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হবে। আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাদ পড়া শিশু এবং বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর কিশোরী যারা বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কৃমিনাশক ঔষধ খায়নি তাদের কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াবেন।

তাঁর কথায়, জাতীয় কৃমিনাশক দিবসের পূর্ববর্তী রাউন্ডগুলির মতো এবারও এএনএম, এমপি ডব্লিওগণ ডিগ্রি কলেজ, আইটিআই, কারিগরি বিদ্যালয়, প্রাক-প্রাথমিক বেসরকারি বিদ্যালয়, ইটভাট্টায় ১৬ মার্চ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াবেন।

রেলকে

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন, '২০১৯-২০২১ এই বছরে ভারতীয় রেলে দুর্ঘটনায় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি, সর্বশেষে রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ২০১৯ সালের মার্চ মাসে।'

অবসরের ৫ বছর পর জাতীয় দলে ইব্রাহিমোভিচ

জাতীয় দলের অধ্যায় বছর পাঁচেক আগেই চুকিয়ে ফেলেছিলেন জাতান ইব্রাহিমোভিচ। কে ভাবতে পেরেছিল, সেই গল্পের বাকি আছে এখনও! ৩৯ বছর বয়সে শুরু হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ফুটবলে তার নতুন পথচলা। অবসর ভেঙে আবারও সুইডেনের জার্সিতে খেলার অপেক্ষায় এখন এই স্ট্রাইকার।দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা এই তারকাকে রেখে জর্জিয়া ও কসোভোর বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল দিয়েছেন সুইডেন কোচ ইয়ান আন্দেরসন। সুইডেনের হয়ে ১১৬ ম্যাচে ইব্রাহিমোভিচ করেছেন ৬২ গোল। ২০১৬ ইউরোর গ্রুপ পর্ব থেকে দল বিদায় নেওয়ার পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরে যান তিনি। সুইডেন ২০১৮ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব উতরানোর পর তার ফেরার একটি সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছিল। তিনি নিজেও রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কোচ আন্দেরসন সেবার তাকে জায়গা দেননি দলে। ইব্রাহিমোভিচ সেজন্য পরে দায় দিয়েছিলেন সংবাদমাধ্যমকে। গত নভেম্বরে আবার এক সাক্ষাৎকারে জাতীয় দলে ফেরার ইঙ্গিত দেন এসি মিলানের এই ফুটবলার। এরপর তার সঙ্গে মিলানে দেখা করতে যান কোচ আন্দেরসন। বয়স হলেও ধার যে এখনও যথেষ্ট আছে, সেটির প্রমাণ সেরি আ য় তার পারফরম্যান্স। চলতি মৌসুমে মিলানের হয়ে ১৪ ম্যাচে করেছেন ১৪ গোল। জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার পর ইব্রাহিমোভিচ তার স্বভাবসুলভ ভাষায় টুইট করেছেন, “ঈশ্বরের প্রত্যাবর্তন।” ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্বে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে আগামী ২৫ মার্চ জর্জিয়া ও এর তিন দিন পর কসোভোর বিপক্ষে খেলবে সুইডেন। ২০০১ সালে ফারো আইল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে সুইডেন জাতীয় দলে অভিষেক হয় ১৯ বছর বয়সী ইব্রাহিমোভিচের। দেশের হয়ে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে প্রথম গোল পান তিনি আজারবাইজানের বিপক্ষে, ২০০২ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে। ২০০৪ সালের ইউরোর গ্রুপ পর্বে ইতালির বিপক্ষে ব্যাক-হিলে অসাধারণ এক গোল করে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন ইব্রাহিমোভিচ। কিন্তু কোয়ার্টার-ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেয় তার দল। সেই ম্যাচে টাইব্রেকারে গোল করতে ব্যর্থ হন তিনি। ২০০৬ বিশ্বকাপে সুইডেনের আক্রমণভাগের মূল ভরসা হিসেবে খেললেও করতে পারেননি কোনো গোল। ২০০৬ আর ২০০৭, এই দুই বছর সুইডেনের হয়ে কোনো গোল পাননি ইব্রাহিমোভিচ। এই সময়ে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে তার ঝামেলা চলছিল এবং অল্প সময়ের জন্য জাতীয় দল থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনও নিয়েছিলেন তিনি। ২০০৮ সালের ইউরোতে আবার পান দলের দেখা। ২০১০ বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলা হয়নি তার দেশের। ২০১২ সালের ইউরোতে সুইডেনের নেতৃত্ব পান ইব্রাহিমোভিচ। ফ্রান্সের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানের জয়ে ভলি থেকে অসাধারণ এক গোল করেন তিনি, যেটা ছিল টুর্নামেন্টের সেরা গোলগুলির একটি। তবে গ্রুপ পর্ব থেকেই বাদ পড়ে তার দল। গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হয় পরের ইউরোতেও। এরপরই বেজে যায় ইব্রাহিমোভিচের বিদায়ঘণ্টা। সময়ের স্রোতে পায়েই নতুন শুরুর ছন্দ।

‘মেসির পাশে খেলাটাই আনন্দের’

লিওনেল মেসিকে সতীর্থ হিসেবে পাওয়া যে কোনো তরুণ ফুটবলারের কাছেই স্বপ্নপূরণের মতো। পেদ্রিও এর ব্যতিক্রম নয়। আর্জেন্টাইন তারকার পাশে খেলা সবসময় উপভোগ করেন বার্সেলোনার এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

বার্সেলোনার হয়ে অভিষেক মৌসুমেই নজরকাড়া পেদ্রি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য সোমবার দেওয়া স্পেন জাতীয় দলে প্রথমবারের মতো ডাক পান। এই দিনই লা লিগায় ঘরের মাঠে ওয়েস্কাকে ৪-১ গোলে হারায় বার্সেলোনা। ক্লাবের ইতিহাসে চাভি এরনান্দেসের সর্বোচ্চ ম্যাচের (৭৬৭) রেকর্ড স্পর্শ করা ম্যাচে জোড়া গোল করেন মেসি, একটি গোলে রাখেন অবদান। ম্যাচ শেষে রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলারের পাশে খেলার অভিজ্ঞতা জানানোর সময় ১৮ বছর বয়সী পেদ্রির কণ্ঠে ছিল ভালোলাগার ছোঁয়া। “লিওর পাশে খেলা পরম আনন্দের। আমি প্রতিদিন অনুশীলনে যাওয়া উপভোগ করি।” “যখনই আমি বল পাই, চেষ্টা করি তাকে (মেসিকে) পাস দিতে কারণ তার কাছে বল যাওয়া মানে কিছু একটা ঘটার সম্ভাবনা। তার অর্জনগুলো অবিশ্বাস্য। তিনিই বিশ্বসেরা।” এদিন বার্সেলোনার জয়ে অন্য গোল দুটি করেন অঁতোয়ান গ্রিজমান ও অস্কার মিনগেসা। শীর্ষে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধানও কমিয়ে এনেছে কাতালান দলটি। ২৭ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট শীর্ষে আতলেতিকো। দুইয়ে ফেরা বার্সেলোনার পয়েন্ট ৫৯। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে তিনে রিয়াল মাদ্রিদ।

ডি ভিলিয়ার্সের পরামর্শে চেনা রূপে কোহলি

ব্যাটে রান ছিল না, মনোযোগ ধরে রাখতে ভুগছিলেন বেশ। বাজে সময়ের মাঝে এবি ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে এক আলাপচারিতা দারুণ কাজে লেগে গেল বিরাট কোহলির। জানালেন, দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ব্যাটসম্যানের পরামর্শ তাকে চেনা ছন্দে ফিরতে সাহায্য করেছে অনেক। কোহলি ও ডি ভিলিয়ার্স বেশ কয়েক বছর ধরে আইপিএলে খেলেন একসঙ্গে, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর হয়ে। দুই জনের মধ্যে আছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের টেস্ট সিরিজ জয়ের পথে ব্যাট হাতে খুব ভালো কিছু করতে পারেননি কোহলি। তবে তার নেতৃত্ব গুণে মুগ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক। সবশেষ তিন ইনিংসের দুটিতে রানের খাতা খুলতে পারেননি কোহলি। ইংলিশদের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আউট হন শূন্য রানে, ভারত হারে ৮ উইকেটে। দলটির বিপক্ষে চতুর্থ টেস্টের একমাত্র ইনিংসেও পেয়েছিলেন ‘ডাক।’ এর আগে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ফেরেন শূন্য রানে। টেস্ট সিরিজে দল ঘুরে দাঁড়ালেও ব্যাট হাতে নিজেকে খুঁজে ফিরছিলেন কোহলি। সঙ্গে যোগ হয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচের হতাশাও। এরপরই দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির আগে কথা বলেন ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে। খুব যে আহামরি কোনো পরামর্শ পেয়েছেন, তানয়। তবে দিনশেষে সেটাই কাজে লেগেছে দারুণ। আহমেদাবাদে হওয়া রোববারের ম্যাচে মৌলিক ব্যাটিং করে জেতান দলকে। খেলেন ৪৯ বলে ৭৩ রানের ইনিংস। ম্যাচ শেষে সেই বিশেষ কথোপকথনের কথাই উল্লেখ করলেন কোহলি। “ব্যাটিংয়ের মৌলিক বিষয়গুলোতে মনোযোগ ফিরিয়ে আনতেই হতো আমাকে। সম্ভবত বাইরের বিষয় নিয়ে খুব বেশি ভাবছিলাম।

দলের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করতে আমি সবসময় গর্ববোধ করি। তাই ৭০ এর বেশি রান করার চেয়ে দলকে জেতাতে পেরে আমি বেশি খুশি।” “নানা বিষয়ে ম্যানেজমেন্ট আমার সঙ্গে কথা বলেছে।

আনুশকা এখানে আছে, সেও অনেক কিছু আমাকে বুঝিয়েছে এবং এই ম্যাচের আগে এবি ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ হয়েছিল। সে বলেছিল, কেবল বলে চোখ রাখতে। সেটাই করেছি আমি।”

ছেলেদের দলের কোচ হয়ে ইংল্যান্ডের নারী তারকার ইতিহাস

ক্রিকেট মাঠের কীর্তিতে সারাহ টেইলরের নাম বেশ আগেই লেখা হয়ে গেছে ইতিহাসে। মেয়েদের ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা কিপার-ব্যাটারদের একজন বলে কথা! এবার নারী ক্রিকেটের সীমানা ছাড়িয়ে তিনি ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন ভিন্ন এক ভূমিকায়। সাসেক্সের ছেলেদের দলের সহকারী কোচ হিসেবে যোগ দিচ্ছেন ইংল্যান্ডের সাবেক এই ক্রিকেটার। ইংল্যান্ডের পত্রিকা ডেইলি মেইলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ছেলেদের মূল দলে এই প্রথম বিশেষজ্ঞ কোচ হিসেবে কাজ করবেন কোনো মেয়ে। সহকারী কোচ হিসেবে টেইলর কাজ করবেন মূলত কিপিং নিয়ে। সবসময়ের সেরা কিপারদের ছোট্ট তালিকায়ও রাখা হয় তাকে। পাশাপাশি প্রয়োজনে দেখভাল করবেন ব্যাটিংও। ইংল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৭ সেঞ্চুরিতে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার রান আছে তার। টেইলরের বয়স মোটে ৩১, সব ঠিক থাকলে এখনও খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। উইকেটের সামনে-পেছনে পারফরম্যান্সও ছিল দুর্দান্ত। কিন্তু দীর্ঘদিন মানসিক অবসাদের সঙ্গে লড়াই করে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি বিদায় জানান ক্রিকেটকে। এরপর একটি স্কুল দলের কোচ হিসেবে কাজ করছিলেন টেইলর। গত মাসেই একটি সাক্ষাৎকারে জানান, ক্রিকেটে ফেরার সম্ভাবনা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। তিনি ফিরলেন বটে, তবে নতুন চমক নিয়ে। সাসেক্সের প্রধান কোচ জেমস কার্টলি বললেন, তার দলে অনেক কিছুই যোগ করতে পারেন টেইলর। “ সারাহর দেওয়ার আছে অনেক কিছু, শুধু আমাদের ক্রিকেটারদের জন্যই নয়, দলের আবহের জন্যও। উইকেটকিপিংয়ে সে দারুণ দক্ষ, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবেও দলে যোগ করবে অনেক কিছু। প্রেক্ষাপটে ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে সে, কোচ হিসেবে নতুন ভাবনার খোরাক জোগাবে এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সে অসাধারণ।” টেইলর নিজেও আগ্রহভরে তাকিয়ে আছেন ক্যারিয়ারের এই নতুন অধ্যায়ের দিকে।“ সাসেক্সে দারুণ প্রতিভাবান একদল কিপার আছে আমাদের এবং তাদের সঙ্গে কাজ করতে আমি মুখিয়ে আছি। তাদের সেরাটা বের করে আনতে নিজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আমি ভাগাভাগি করে নিতে চাই। সবকিছু সহজ রাখা ও মৌলিকত্বকে নিখুঁত করে তোলায় বিশ্বাসী আমি, যাতে ছেলেরা গ্লাভস হাতে উপভোগ করতে পারে এবং নিজেদের মেলে ধরতে পারে।”

শচিনের সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি : বিশেষ দিনটি স্মরণ করল বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.) : নয় বছর আগে আজকের দিনেই এসেছিল মাস্টার ব্লাস্টারের অবিস্মরণীয় রেকর্ড গড়েছিলেন শচিন তেন্ডুলকর। ২০১২ সালের ১৬ মার্চ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১১৪ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে কেরিয়ারের শততম আন্তর্জাতিক শতরানের রেকর্ড গড়েছিলেন শচিন তেন্ডুলকর। মঙ্গলবার তেন্ডুলকরের কেরিয়ারের বিশেষ দিনটির কথা ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মরণ করিয়ে দেয় বিসিসিআই। এদিন, ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড বিসিসিআই টুইটারে শচিনের ছবি পোস্ট করে বিসিসিআই লেখে, ‘সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি। ২০১২ সালের এই দিনটিতেই মাস্টার ব্লাস্টার শচিন তেন্ডুলকর ইতিহাসের একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০তম শতরান করেন।’ আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে সেঞ্চুরি করা কার্যত জলভাতে পরিণত করেছিলেন তেন্ডুলকর। তবে এই শতরানটি ছিল স্পেশাল। কারণ, এটি ছিল সচিনের কেরিয়ারের শততম আন্তর্জাতিক শতরান। সারা কেরিয়ার জুড়ে সচিনের রেকর্ডের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। তবে এই রেকর্ডটি যে অত্যন্ত বিশেষ, তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে গত ১১.১২.২০২০ ইং তারিখ বি.এস.এফ. অরুণা সাতলং বি.ও.পি একটি ষাড় সীমান্তে আটক করে ইরানী থানাতে প্রদান করেন যাহা ইরানী থানাতে পুনরায় বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং মাননীয় আদালতকে অবগত করা হয় এবং আদালতের আদেশ মত যদি কেউ উক্ত গরুর দাবিদার থাকেন উপযুক্ত প্রমাণ সহ ইরানী থানাতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-

১। এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর ফোন নং - ০৩৮২৪-২২২৩৯২
২। এস ডি পি ও কৈলাসহর ফোন নং - ০৩৮২৪-২২২২১৬
৩। ও সি ইরানী থানার ফোন নং - ৮৯৭৪২৭৯৭৯৭/৮৯৭৪৩৭৯৪৬৬

ICA-D-1676/21

আহমেদাবাদের সেই পিচকে ‘গড়পড়তা’ বলল আইসিসি

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্টের উইকেট নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা কম হয়নি। এবার রায় এলো আইসিসি থেকে। দিবা-রাত্রির এই টেস্টের পিচকে ‘গড়পড়তা’ বলেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্তা সংস্থা। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে স্পিনারদের রাজত্বের তৃতীয় টেস্টের পিচে প্রায় শুরু থেকেই টার্ন ছিল। ম্যাচ শেষ হয়ে যায় দুই দিনেরও কম সময়ে। দুই দলের পতন হওয়া ৩০ উইকেটের ২৮টিই নেন স্পিনাররা। প্রথম ইনিংসে ১১২ রানে গুটিয়ে যাওয়া সফরকারীদের দ্বিতীয় ইনিংস থামে ৮১ রানে। প্রথম ইনিংসে ১৪৫ রান করা স্বাগতিকরা পরে ৪৯ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে কোনো উইকেট না হারিয়ে। ম্যাচের স্থায়িত্ব ছিল কেবল ১৪০.২ ওভার। ১৯৩৫ সালের পর যা সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী টেস্ট। ম্যাচটি জিতে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। উইকেটের সমালোচনায় মাতেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটাররা। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি যদিও পিচকে ‘খুব ভালো’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। চেন্নাইয়ে ভারতের ৩১৭ রানে জেতা দ্বিতীয় টেস্টের পিচকেও ‘গড়পড়তা’ রায় দিয়েছে আইসিসি। একই মাঠে হওয়া প্রথম টেস্টের উইকেটকে ‘খুব ভালো’ ও

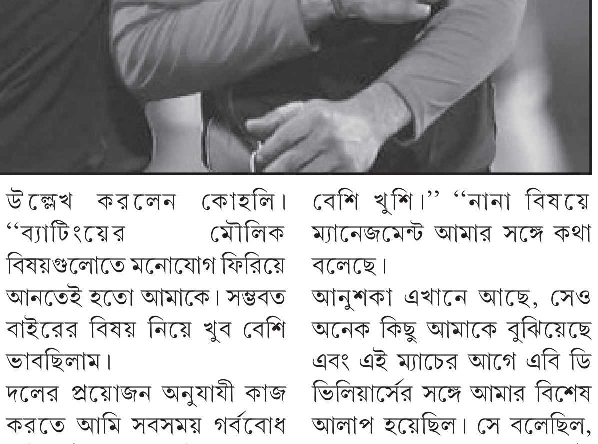

আহমেদাবাদে শেষ টেস্টের পিচকে বলা হয়েছে ‘ভালো’, যে ম্যাচ জিতে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিশ্চিত করে ভারত। নিয়ম অনুযায়ী, পিচ ও আউটফিল্ডের রেটিং দিয়ে থাকেন ম্যাচ রেফারি। এক্ষেত্রে অবশ্য পুরো সিরিজেই ম্যাচ রেফারি ছিলেন সাবেক ভারতীয় পেসার জাভাগাল শ্রীনাথ। কোনো পিচ ‘গড়পড়তার নিচে’ রেটিং পেলে ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয় একটি। আর ‘নিম্নমানের’ উইকেটের জন্য ডিমেরিট পয়েন্ট তিনটি। ‘অনুপযুক্ত’ হলে ডিমেরিট পয়েন্ট পাঁচটি। পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে কোনো ভেন্যু ৫ ডিমেরিন্ট পয়েন্ট পেলে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন থেকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়। ১০ পয়েন্ট পেলে নিষেধাজ্ঞা দুই বছরের।

ব্যাঙ্ক কর্মীদের ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবারও ধর্ণা প্রদর্শন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

কাল করিমগঞ্জে প্রধানমন্ত্রী মোদী, তিন লক্ষাধিক জনতার সামনে দেবেন নির্বাচনি ভাষণ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ মার্চ (হি.স.) : আগামী বৃহস্পতিবার ১৮ মার্চ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করিমগঞ্জ আসছেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ সহ বরাকের দলীয় ও মিত্রজোটের প্রার্থীদের পালে হাওয়া তুলতেই প্রধানমন্ত্রীর এই সফর। বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় শহর সংলগ্ন ভাটগ্রামে দলীয় বিজয় সংকল্প সমাবেশে অংশ নেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর। আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা শহর করিমগঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাটগ্রামের সমাবেশস্থল সহ সমগ্র শহরকে কঠোর নিরাপত্তার চাদরে মোড়ে দেওয়া হয়েছে।

করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামীকাল থেকে সমাবেশের জন্য তৈরি সুবিশাল সভামঞ্চকে কেন্দ্রে রেখে চতুর্দিকের পাঁচ কিলোমিটার এলাকাকে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা চাদরে ঘিরে দখল নেবে বিশেষ সুরক্ষা বাহিনী (এসপিজি)। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য নির্মিত অস্থায়ী হেলিপ্যাডে আজ সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার মহড়া দিয়ে গিয়েছে।

এদিকে জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশের জন্য নির্মিত মঞ্চ সহ আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজে শেষ তুলির টান চলছে। প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি পর্ব সরজমিনে প্রত্যক্ষ করতে মঙ্গলবার ভাটগ্রামে আসেন শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়। তিনি মঞ্চ সহ হেলিপ্যাডের নির্মাণ কাজের তদারকি করেন। একফাঁকে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ রাজদীপ বলেন, বরাকের ১৫টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১১/১২টি আসনে জয়ী হবে। সমগ্র দেশের সঙ্গে বরাক উপত্যকার জনগণও বিজেপি সরকারের সুশাসনে নতুন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ ও সব-কা বিশ্বাসের নীতিবলে সমগ্র দেশে উন্নয়নে জোয়ার এসেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের সকল স্তরের জনগণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর ওপর আস্থা ও ভরসা রেখে পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপিকে আপন করে নিয়েছেন। এই রাজ্যেও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে বিজেপি সরকার সফল হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বে হান্ড্রেড প্লাস মিশনও সফল হবে। রাজ্যে দ্বিতীয়বারের মতো বিজেপিই সরকার গড়বে বলে দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেন সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়।

প্রধানমন্ত্রীর বিজয় সংকল্প সমাবেশের আয়োজন প্রসঙ্গে জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, করিমগঞ্জের ইতিহাসে কোনও প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো সীমান্ত শহরে আসছেন। বৃহস্পতিবার সকাল এগারটায় প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার করিমগঞ্জের মাটি স্পর্শ করবে। এই ঐতিহাসিক লগ্নের প্রতীক্ষার প্রহর গুণছেন জেলাবাসী। হাতে মাত্র ৩৬ ঘণ্টা সময় রয়েছে। তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। তিনি জানান, সুবিশাল মঞ্চ তৈরির কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ সমাপ্ত। প্রধানমন্ত্রী ও বিশেষ অতিথিদের জন্য অতিথি কক্ষ, চারটি হেলিপ্যাড, মিডিয়া ও সম্মানিত অতিথিদের জন্য ব্যারিকেড করে পৃথক বসার জায়গা। তাছাড়া সাধারণ জনতার জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সুব্রতবাবু আরও জানান বিজয় সংকল্প সমাবেশে তিন লক্ষ লোকের জমায়েত হওয়ার প্রাথমিক অনুমান করা হচ্ছে। বরাকের তিন জেলার পনেরোটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লোক এই সমাবেশে অংশ নেবেন। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই সমাবেশ করিমগঞ্জে এক নতুন ইতিহাস রচনা করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। প্রধানমন্ত্রীর বিজয় সংকল্প সমাবেশকে সফল করে তুলতে জেলা কমিটি থেকে বুথ পর্যায়ের কমিটিগুলোও কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। করিমগঞ্জ শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা বলেন, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রস্তুতির কাজ চলছে। চারটি হেলেপ্যাড তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটিতে প্রধানমন্ত্রী ও তার সুরক্ষার জন্য সঙ্গে আসা হেলিকপ্টার থাকবে এবং অন্যটি মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার হেলিকপ্টার অবতরণ করবে। হেলিকপ্টার থেকে প্রধানমন্ত্রী গাড়িতে করে মঞ্চে আসবেন। তাই পৃথকভাবে মঞ্চের সঙ্গে সংযোগ করতে পাকা সড়ক তৈরি করা হয়েছে।জেলা বিজেপির মুখপাত্র নিশিকান্ত ভট্টাচার্য জানান, সংবাদকর্মীদের জন্য পৃথক বসার জায়গা ও ক্যামেরাম্যানদের জন্য পৃথক মঞ্চ তৈরি করা হবে। মিডিয়ার লোকদের যাতে সভাস্থলে প্রবেশ করতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য পৃথকভাবে পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান নিশিকান্ত ভট্টাচার্য।

আমেরিকায় করোনা-সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখীই, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৭৮৫ জনের

ওয়াশিংটন, ১৬ মার্চ (হি.স.): আমেরিকায় দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে, মৃত্যুর সংখ্যাও ১ হাজারের নীচে নেমেছে। তবে নতুন সংক্রমণে কোনও ভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না।

আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫,০৪৫ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৭৮৫ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩০, ১৩৮,৫৮৬-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭৮৫ বেড়ে আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ০১৩ জনের।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫ হাজার ০৪৫ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৭৮৫ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩০, ১৩৮,৫৮৬-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২২, ২৮৬,৫৫১ জন।

ব্রাজিলে হু হু করে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ, ফের বদল স্বাস্থ্যমন্ত্রী

রিও ডি জেনেইরো, ১৬ মার্চ (হি.স.): ব্রাজিলে হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও একের পর পর এক রেকর্ড গড়ছে। তবে বিগত এক সপ্তাহের তুলনায় দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু খানিকটা কমেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ১ হাজার ২৭৫ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২,১০৭ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২ লক্ষ ৭৯ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ২৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬০২-তে পৌঁছেছে।

সংক্রমণ প্রতিদিনই দ্রুততার সঙ্গে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৪২,১০৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১১,৫২৫,৪৭৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১০,১১১,৯৫৪ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১৩৩,৯২১ জন।

ব্রাজিলে নতুন করে করোনাভাইরাসের প্রকোপ বাড়তে থাকায় ফের পরিবর্তন করা হয়েছে ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে। এই নিয়ে চতুর্থবার ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে পরিবর্তন করেছেন প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো। স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন, ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হবে ব্রাজিলিয়ান কোভিড সোসাইটি অফ কার্ডিওলজির সভাপতি মার্সেলো কুইরোগাকে।

মুনাফাকে বেসরকারিকরণ, লোকসানকে জাতীয়করণ করছে সরকার ঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের ডাকা ব্যাঙ্ক ধর্মঘটকে সমর্থন করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে রাহুল গান্ধী টুইটারে লিখেছেন, 'মুনাফাকে বেসরকারিকরণ ও লোকসানকে জাতীয়করণ করছে ভারত সরকার।' ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দু'দিনের (১৫ ও ১৬ মার্চ) ধর্মঘট ডেকেছে এই শিল্পের কর্মী এবং অফিসারদের ন'টি ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ ইউনাটেড ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন। এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে মঙ্গলবার সকালে টুইট করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'ধর্মঘটী ব্যাঙ্ক কর্মীদের পাশে রয়েছি আমি।' টুইট করে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে আক্রমণ করতে ভোলেননি রাহুল গান্ধী। ওই টুইটেই রাহুল লিখেছেন, 'মুনাফাকে বেসরকারিকরণ ও লোকসানকে জাতীয়করণ করছে ভারত সরকার। মোদী ক্রোনিদের কাছে পিএসবি (পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক) বিক্রি, আসলে ভারতের আর্থিক সুরক্ষা নিয়ে আপস করা।' উল্লেখ্য, দেশ জুড়ে দু'দিনব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবারও বিপুল সাড়া মিলেছে। কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু, মুম্বই থেকে চেন্নাই-দেশের সর্বত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সব শাখা এদিনও বন্ধ ছিল। এটিএম বন্ধ থাকায় ভোগান্তি আরও বেড়েছে সাধারণ মানুষের।

মঙ্গলবার পশ্চিম জেলা জিলাপরিষদের বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিলেন স্বপন দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটালেন তারকেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত। রাজ্যসভার মনোনীত সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। অতঃপর বিজেপি-র হয়ে তারকেশ্বর থেকে প্রার্থী হতে আর কোনও বাধা রইল না তাঁর। স্বপনকে হুগলি জেলার তারকেশ্বর বিধানসভা আসন থেকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। কিন্তু, রাজ্যসভার মনোনীত এই সাংসদ এত দিন কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্যই ছিলেন না।

সোমবার রাতেই বিষয়টি সামনে আনেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। মহুয়া জানান, 'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে স্বপন দাশগুপ্ত বিজেপির প্রার্থী। সংবিধানের দশম তফসিলে বলা রয়েছে, রাজ্যসভার কোনও মনোনীত সদস্য শপথগ্রহণ করার ৬ মাস পর যদি কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেন, তাহলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। স্বপন শপথ নিয়েছিলেন ২০১৬-র এপ্রিলে। এখনও কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার জন্য এখনই তাঁর সদস্যপদ বাতিল করতে হবে'।এরপর মঙ্গলবারই রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। সেই মতো রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নায়ডুকে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন স্বপন। যদিও, এখনও ইস্তফা গৃহীত হয়নি। সেই অপেক্ষাতেই রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত।

গরুপাচারকাণ্ডে দিল্লি থেকে গ্রেফতার তৃণমূল নেতার ভাই বিকাশ মিশ্র

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.) : কয়লা ও গরু পাচার কাণ্ডে তৃণমূল নেতা বিনয় মিশ্রের ভাই বিকাশ মিশ্রকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মঙ্গলবার তাঁকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করেন ইডি-র গোয়েন্দারা। আজই তাকে দিল্লির আদালতে পেশ করলে ৬ দিনের তদন্তকারী সংস্থার হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

গরু পাচার কাণ্ডে ইডি'র সঙ্গে দ্রুতগতিতে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। ভারত ও বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা এই চক্রের চাঁইদের জালে ধরতে তৎপর হয়েছেন গোয়েন্দারা। সম্প্রতি, বিকাশের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করেছিল সিবিআই। মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লি থেকে বিকাশ মিশ্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর। তদন্তকারীদের অভিযোগ বিনয় মিশ্রের অবৈধ ব্যবসার বড় অংকের টাকা রয়েছে বিকাশের কাছে। সেই সংক্রান্ত লেনদেন খতিয়ে দেখা হবে। এদিকে, আজ নিজাম প্যালেসে সিবিআইয়ের সদর দফতারে বিকাশকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই গ্রেফতার হন তিনি। আজই তাকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। তাকে ৬ দিনের ইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ, বেআইনি কয়লা ও গরু পাচার চক্রে বড় ভূমিকা ছিল এখনও পলাতক রাজ্য রাজনীতিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বিনয় মিশ্র তার ভাই বিকাশের।। এই তৃণমূল নেতাকে সিবিআই ও ইডি দুই কেন্দ্রীয় এজেন্সিই খুঁজছে। তার বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিস জারি হয়েছে। গোয়েন্দা কর্তাদের কথায়, বিনয় অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। এতোটাই যে যুব তৃণমূলের নেতা হলেও ডায়মন্ড হারবার পুলিশের দু'জন কনস্টেবলকে তার নিরাপত্তার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

বেআইনি কয়লা পাচারের টাকা বিদেশে পাঠানো হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করছেন সিবিআই ও ইডির গোয়েন্দা। সেই সূত্র ধরে কিছুদিন আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। রুজিরার বোন মেনকা গম্ভীরেরও বিদেশে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। অভিযোগ, তাঁর অ্যাকাউন্টেও টাকা ট্রান্সফার হয়েছে। এ ব্যাপারে মেনকা গম্ভীরের বাড়িতেও হানা দিয়েছিল সিবিআই। গতকাল সোমবার মেনকা গম্ভীরের স্বামী অঙ্কুশ অরোরা ও শ্বশুর পবন অরোরাকে সাত ঘন্টা ধরে জেরা করেছেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির গোয়েন্দারা। তাদের আবার জেরার জন্য ডাকা হবে বলে খবর।

গোপনীয়তায় বসন্ত উৎসব বিশ্বভারতীতে

শান্তিনিকেতন, ১৬ মার্চ (হি. স.) : দোলের আগেই বসন্ত উৎসব। ফলে অসময়ে, চূড়ান্ত গোপনীয়তায় বসন্ত উৎসব বিশ্বভারতীতে। হঠাৎ করে উৎসবের আয়োজন হওয়ায় তার কথা জানতে পারেননি পড়ুয়া, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা থেকে শুরু করে আশ্রমিকদের একটা বড় অংশ। যা রীতিমতো নজিরবিহীন বলে মনে করছেন আপামর শান্তিনিকেতনবাসী।

বসন্ত উৎসব হওয়ার দীর্ঘ দিনের রীতি তে ছেদ পরল বিশ্বভারতী তে। তবে বসন্ত উৎসবের সব রীতি মেনেই এই অনুষ্ঠান হয়েছে বলে দাবি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের। গৌড় প্রাঙ্গন মঞ্চে ঐতিহ্য মেনে বসন্ত উৎসবের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার সকালে। পরে বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠান হয় রীতিমেনে। অনুষ্ঠানস্থলে চার শতাধিক ছাত্রছাত্রী, কর্মী, অধ্যাপকের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। বহিরাগতদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিশ্বভারতীর এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ আশ্রমিক এবং প্রাক্তনীরা।আশ্রমিক , প্রাক্তনী, পর্যটক, সাংবাদিক কাউকেই আজকের উৎসবে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না ।কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে বিশ্বভারতী চত্বর।

প্রতিবছর দোলের দিন শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসব ঘিরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকদের আগমন ঘটে। তবে গত বছর থেকে এই বসন্তোৎসব নিয়ে পরিস্থিতির বদল হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে যায় বিশ্বভারতীর বসন্ত উৎসব। আর এরপর চলতি বছর যথাসময়ে বসন্ত উৎসব হবে এবং সেই বসন্তোৎসবকে ঘিরে আনন্দে মাতোয়ারা হবে এমনটাই আশা রেখেছিলেন শান্তিনিকেতনের বাসিন্দারা।কিন্তু মঙ্গলবার বিকাল বেলায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বৈঠকে বসেন এবং হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেন মঙ্গলবার দোলের আগেই একেবারে ঘরোয়াভাবে বিশ্বভারতীর হাতেগোনা কয়েকজন অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং পড়ুয়াদের নিয়ে বসন্ত উৎসব করা। তারপরই তাদের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় এবং মঙ্গলবার সকাল থেকে বসন্তোৎসব পালিত হয়।

বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, বসন্ত উৎসবের যে নিয়ম-নীতি রয়েছে তা মেনেই এবার অনুষ্ঠান করা হয়েছে। সোমবার রাত্রি ৯টায় এবং মঙ্গলবার ভোর ৫টায় বৈতালিক' অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে ছয় টায় বিশেষ 'মন্দির' অর্থাৎ উপাসনা হয়। এর পর সকালে শোভাযাত্রা সহযোগে বসন্ত উৎসবের সূচনা। 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল'' রবীন্দ্র গানের' সঙ্গে শোভাযাত্রায় যোগ দেন ছাত্রছাত্রীরা ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা অধ্যাপক কর্মীরা। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন সংগীত ভবনের ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকরা। সন্ধ্যা ৭টায় গৌড় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য।

প্রসঙ্গত, ১৯০৭ সালে শ্রীপঞ্চমীর দিন রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋতু উৎসবের সূচনা করেন। সেই ঋতু উৎসবের হাত ধরেই শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের সূচনা হয়েছিল। প্রথম দিকে আম্রকুঞ্জে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হত। ভিড় বাড়লে তা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আশ্রম মাঠে। কিন্তু ১৯১৮ সালে বসন্ত উৎসবে ২ লক্ষের বেশি মানুষ ভিড়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। এর ফলে বসন্ত উৎসব শেষ হতেই শান্তিনিকেতন বিভিন্ন রাস্তা অররুদ্ধ হয়ে যায় ।ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষ আটকে ছিল। তার পরেই কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় বসন্ত উৎসবের দিন পরিবর্তন করা হবে। পূর্ব ঘোষণা মতো দোলের দিন ভিড় এড়াতে এবার বসন্ত উৎসবের দিন পরিবর্তন করল কতৃপক্ষ। কিন্তু আশ্রমিক দের অভিযোগ এত গোপনীয়তা কেন?

যদিও বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের দাবি , "কোভিড অতিমারীর কারনেই এবার ঘরোয়া ভাবে বসন্ত উৎসব পালন করা হচ্ছে ।আমরা ও গতকালই জানতে পেরেছি।" এদিকে বিশ্বভারতীর এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন আশ্রমিক থেকে প্রাক্তনীরা। ঠাকুর পরিবারের সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, "বিশ্বভারতীতে যা হচ্ছে তাতে আমরা আবাক হয়ে যাচ্ছি। আশ্রমের রীতিনীতি, সংস্কৃতি সব ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।" যদিও এই বিষয়ে বিশ্বভারতীর মুখপাত্র অনির্বাণ সরকার কোন মন্তব্য করেন নি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।